অক্টোবর মাস : পবিত্র জপমালা রাণীর মাস

গৃহে শান্তি আনয়নের বার্তা: প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৮ ❖ ১৬ - ২২ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সোনাডাঙ্গাতে কলকাতার সাধ্বী তেরেজার পর্ব পালন

বয়স্কজনেরা পরিবারের স্তম্ভ: প্রজ্ঞা তাদের সম্পদ

কৃতজ্ঞ হও-কৃতজ্ঞ থাক

আচ্ছু-আম্বিদের কথা

দিনাজপুর ক্যাথিড্রালে শান্তিরাণী সিস্টারদের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

জলছত্রে যুব সেমিনার

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর॥
নিবন্ধন নম্বর ঃ ২০৫১, তারিখঃ ১২-০৬-২০১২ খ্রিস্টাব্দ॥
"আমাদের অর্থ আমরা করবো ব্যবহার; হবে সোনালী সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের হাতিয়ার॥"

সূত্র নং-মক্ষুব্যসসলি/সেক্রেটারী/২৬/২০২২-২০২৩ তারিখঃ ১১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ॥

১১তম বার্ষিক সাধারণ সভার "বিজ্ঞপ্তি"

এতদ্বারা মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর সম্মানিত সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, সমিতির ১১তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ১৮ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, সকাল ১০:৩০ মিনিটে "মঠবাড়ী পালকীয় সেবা কেন্দ্র হলরুমে" অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর্থিক বছরের কার্যক্রম, হিসাব ও বিভিন্ন প্রতিবেদন সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত, পরামর্শ ও যাবতীয় প্রশ্নাদি আগামী ১০ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দের বিকাল ৪টার মধ্যে প্রতিবেদনে সংযুক্ত কাগজে লিখিত আকারে সমিতির কার্যালয়ের মতামত বাক্সে, পোস্টে বা সমিতির নির্দিষ্ট ই-মেইলে (mkbssltd@gmail.com) প্রেরণ করার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনাদের সমুদয় প্রশ্নের উত্তর বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিবেদনসহ যথা সময়ে উপস্থিত থেকে বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সম্মানিত সদস্যদের বিনীত ভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বি. দ্র. প্রতিবেদনে প্রশ্নের জন্য যে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা রয়েছে, এর বাইরে অন্য কোন কাগজে প্রশ্ন লিখিতভাবে জমা দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

ধন্যবাদান্তে,

সনজিতা রোজারিও
জেনারেল সেক্রেটারী
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড

বিজ্ঞ/৩০৫/২২

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

মঠবাড়ী, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর॥
নিবন্ধন নম্বর ঃ ২০৫১, তারিখঃ ১২-০৬-২০১২ খ্রিস্টাব্দ॥
"আমাদের অর্থ আমরা করবো ব্যবহার; হবে সোনালী সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের হাতিয়ার॥"

সূত্র নং-মক্ষুব্যসসলি/সেক্রেটারী/২৭/২০২২-২০২৩ তারিখঃ ১১ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

"সপ্তম বড়দিন এবং বিজয় মেলা ২০২২ এর বিজ্ঞপ্তি"

মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ এর পক্ষ থেকে সমবায়ী শুভেচ্ছা নিবেন।
অতি আনন্দের সাথে সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ বড়দিন ও বিজয় মেলার আয়োজন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারও সপ্তম বড়দিন ও বিজয় মেলার আয়োজন করতে যাচ্ছে। বিগত ২০২০ এবং ২০২১ খ্রিস্টাব্দ করোনা'র ভয়াবহতার জন্য আমরা মেলা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারিনি। কিন্তু এবার নতুন উদ্যমতা নিয়ে আগামী ১০ ডিসেম্বর হতে ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ০৭ দিন ব্যাপী এই মেলা কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
আগে আসলে আগে পাবেন এই ভিত্তিতে মেলার স্টল বরাদ্দ চলছে। আগ্রহী স্টল মালিকগণ নিম্ন লিখিত নম্বরে বা সরাসরি সমিতির প্রধান কার্যালয়ে এসে যোগাযোগ করার মধ্য দিয়ে স্টল সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য জানতে পারবেন এবং স্টল বরাদ্দ করতে পারবেন।
অত্র সমিতির সকল সদস্য, মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর সকল সংঘ-সমিতি এবং অন্য এলাকার সর্ব সাধারণ এই মেলায় অংশগ্রহণের জন্য রেজিষ্ট্রেশন করতে পারবেন। আগামী ৩০ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে স্টলের রেজিষ্ট্রেশন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

নন্দন আগষ্টিন ক্রুশ
আহ্বায়ক,
সপ্তম বড়দিন এবং বিজয় মেলা কমিটি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ

যোগাযোগের নাম্বারঃ ০১৭১৫-২২৮৪০৯, ০১৮১১-৫৮০৮২২, ০১৭২২-৯০৮৮৮২, ০১৭২৬-০৮২১৬০.

বিজ্ঞ/৩০৬/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ৩৮
১৬ - ২২ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৩১আশ্বিন - ০৬ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পরস্পরের খোঁজ-খবর রাখুন

প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন খুব সহজ হয়েছে বলে বেশিরভাগ মানুষ মনে করেন। খবর দেওয়া-নেওয়া বা তথ্যের আদান-প্রদান আজ কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। না চাইতেই খবর আজ আমার কাছে এসে যাচ্ছে। আসলে প্রায়ঃশই অনেক খবরের ভিড়ে মূল খবরটিই সঠিক সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই অনেক খবর থাকলেও আমাদেরকে প্রকৃত ও খাঁটি খবর কষ্ট করেই খুঁজে বের করতে হয়। আর খোঁজার এই প্রক্রিয়ায় আমরা মানুষের সহযোগিতা ও মিডিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করি। বিভিন্ন ধরণের মিডিয়ায় নানাধর্মী খবর থাকায় আমরা স্বভাবতই বিবিধ তথ্যের জন্য মিডিয়ার ওপর নির্ভরশীল। আমরা বেশিরভাগ মানুষই মিডিয়া প্রদত্ত খবরকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করছি। অনেক সময় ঐ সকল খবরের সত্য-অসত্য বিবেচনা করতেও ভুলে যাই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে কোন মিডিয়াই নিজের মতো ফিল্টার করে নিজেদের পছন্দ ও প্রাধান্য অনুসারে নানামুখী তথ্য ও খবর সুন্দরভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। তাই আমাদেরকে খবরের সত্যতা ও খাঁটিত্ব বিষয়ে সবসময় খোঁজ-খবর রাখতে হবে।

বিভিন্ন ঐতিহ্যগত ও অনলাইন মিডিয়ার বদৌলতে আমরা খবরের সমুদ্রে বসবাস করছি। নিমেষেই পৃথিবীর একপ্রান্তের কথা জানতে ও জানাতে পারছি অন্যপ্রান্তে। মনে হয় সবকিছু এখন হাতের নাগালে এসে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের এতো খবরাখবর আমরা জানতে ও জানাতে পারি যে, আমাদের নিজেদের ও কাছের প্রিয়জন এবং প্রতিবেশিদের খোঁজ-খবর নেবার সময় ও সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠে না। সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে কেউ অসুস্থ, অভাবী, নিসঙ্গ বা মনোকষ্টে থাকলে সে খবর জানার জন্য উদগ্রীব থাকি। কিন্তু আমার ঘরে ও ঘরের পাশে থাকা অসুস্থ ও নিসঙ্গ মানুষের খোঁজ-খবর রাখি না মাসের পর মাস। বর্তমান বাস্তবতা দেখে মনে হচ্ছে, দূরের অনেক খবর রেখে আমরা পরকে করেছি আপন আর আপনকে করেছি পর। কিন্তু আমাদেরকে হয়ে ওঠতে হবে পরস্পরের আপনজন ও প্রিয়জন।

মিডিয়ার সহজলভ্যতায় যদিও মানুষের সত্যের ধারক-বাহক হতে পিছিয়ে পড়ার একটি প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তথাপি মিডিয়াকে যথার্থভাবে ব্যবহার করলে মিডিয়াই সত্যের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠতে পারে। সঙ্গত কারণেই মিডিয়ার খবর ও তথ্য পরিবেশনের উপর বেশ নজর দিতে হবে ও মনোনিবেশ করতে হবে। ব্যক্তি ও সমাজের ইতিবাচক বিষয়গুলো যেমনটি পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করবো তেমনি মিডিয়াতেও তা তুলে ধরবো।

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাথলিক খ্রিস্টানদের খবরাখবর পরস্পরকে জানানোর উদ্দেশ্যেই প্রতিবেশী নামক পত্রিকার উদ্ভব ঘটে। গ্রাম বাংলা ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সংবাদগুলোই এখানে প্রাধান্য পায়। এছাড়াও ক্ষুদ্র খ্রিস্টান জনগোষ্ঠীর সাফল্যগাঁথা ও প্রিয়জন হারানোর বিয়োগ ব্যথাও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়। যাতে করে দূরে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজন ও প্রিয়জনেরা অন্য আত্মীয়-স্বজনের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা জানতে পেরে আনন্দ, প্রার্থনা ও সহায়তা দানে একাত্ম হতে পারে। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সময়ের পরিক্রমায় সত্য সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারে তার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য ধরে রেখেছে এবং একই সাথে নতুন প্লাটফর্ম অনলাইনেও সত্য প্রকাশের ধারা চলমান রেখেছে। কোভিড-১৯ ও ইউক্রেন যুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বড় বড় সংবাদ পত্র ও মুদ্রণশিল্প যখন গুটিয়ে যাচ্ছে তখনও সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে আপনাদের সহযোগিতায়। গ্রাহক, পাঠক, লেখক ও শুভাকাঙ্খীরা তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সাপেক্ষে যথাযথ খোঁজ-খবর রাখলে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী এগিয়ে যাবে আপন পথে সত্য প্রকাশে। †

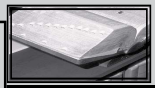

হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলেই রাখছি, ধনীর পক্ষে ঐশরাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে কোন উটের পক্ষে একটা ছুঁচের ফুটোর মধ্যদিয়ে যাওয়াই বরং সহজ! এই কথা শুনে শিষ্যেরা খুবই আশ্চর্য হলেন। *(মথি: ১৯:২৪)*

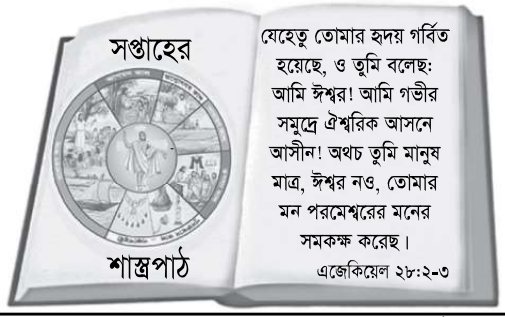

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৬ - ২২ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৬ অক্টোবর, রবিবার
যাত্রা ১৭:৮-১৩, সাম ১২১:১-৮, ২ তিম ৩:১৪-৪:২, লুক ১৮:১-৮

১৭ অক্টোবর, সোমবার
আন্তিয়োখের সাধু ইগ্নেশিউস, বিশপ ও সাক্ষ্যমর, স্মরণদিবস
এফেসীয় ২: ১-১০, সাম ১০০:১-৫, লুক ১২:১৩-২১

১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার
সাধু লুক, সুসমাচার রচয়িতা, পর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
২ তিম ৪:১০-১৭, সাম ১৪৫:১০-১৩, ১৭-১৮, লুক ১০:১-৯

১৯ অক্টোবর, বুধবার
এফেসীয় ৩:২-১২, গীতিকা ইসা ১২:২-৬, লুক ১২:৩৯-৪৮

২০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
এফেসীয় ৩:১৪-২১, সাম ৩৩:১-২, ৪-৫, ১১-১২, ১৮-১৯, লুক ১২:৪৯-৫৩

২১ অক্টোবর, শুক্রবার
এফেসীয় ৪:১-৬, সাম ২৪:১-৬, লুক ১২:৫৪-৫৯

২২ অক্টোবর, শনিবার
পোপ দ্বিতীয় জন পল, পোপ, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
এফেসীয় ৪:৭-১৬, সাম ১২২:১-৫, লুক ১৩:১-৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৬ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৬২ সিস্টার এম ইউজিন গ্রেনিয়ের আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৯ মাদার আল্‌ফন্স লাটোর এলইচসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৮ ব্রাদার রনাল্ড এফ ড্রাহজাল সিএসসি (ঢাকা)

১৭ অক্টোবর, সোমবার
+ ১৯৯১ সিস্টার এম ফ্রান্সিস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১০ ফাদার ব্রুনো আলদো লিয়ার্নিয়েরো এসএক্স (খুলনা)

১৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৯ ফাদার ফ্রান্সিস তোমাজেল্লী এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০৭ ফাদার সান্দ্রো জাকোমেল্লী পিমে (দিনাজপুর)

১৯ অক্টোবর, বুধবার
+ ১৯৬২ ব্রাদার বেনেডিক্ট ডেঞ্চ সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৭ সিস্টার এম রোজলিন এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৭ ফাদার মারিনো রিগন এসএক্স (খুলনা)

২১ অক্টোবর, শুক্রবার
+ ১৯৪৫ সিস্টার এম জন দ্যা বাপ্টিস্ট আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম অলগা হিউজ সিএসসি
+ ১৯৮৯ সিস্টার কর-মারী এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার ফ্রান্সেসকো ভিল্লা এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৯৯ ফাদার যোসেফ কুকালে এসজে
+ ২০০৪ ফাদার পিটার রোজারিও (ঢাকা)

২২ অক্টোবর, শনিবার
+ ১৯২৫ বিশপ ফ্রান্সিসকো পজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮০ সিস্টার মেরী লাঙ্গুইদা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ ফাদার জভান্নি ভানসেত্তি পিমে (দিনাজপুর)

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী

ঢাকা জেলার অধীনে ইছামতি নদীর পাড়ে হাসনাবাদ পোস্ট অফিসের আওতায় ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর অবস্থান। পাকিস্তান সময়ের শেষ ৬টি বছর এখানে সুন্দর, সুশৃঙ্খল পরিবেশে, সফলতার সাথে পড়াশোনা শেষ করে এই সেমিনারী পার হয়েছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন এখানেই ছিলাম, বাকীরা ছিল নিজেদের বাড়ীতে অর্থাৎ ছুটিতে। নদীপথে পাক-বাহিনীর আনাগোনা, বান্দুরা বাজারে ও হাটে অগ্নিসংযোগ উপলব্ধি করেছি, মেসিন গানের ফাকা অয়াওয়াজ শুনেছি, সকলেই ভীত ছিলাম। আমার সেমিনারীর জীবনে পরিচালক ছিলেন প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও। তিনিই প্রথম বাঙালি পরিচালক, তারই সময়ে, তারই দায়ীত্বে পুরাতন বিল্ডিং ভেঙ্গে নতুন অর্থাৎ আজকের বিল্ডিং তৈরী হয়েছে, অথচ তার নামে কোন নাম ফলক বা ভিত্তি প্রস্তর নেই।

পরবর্তীকালে একসময় অবহেলায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছি। বর্তমানে পরিবার নিয়ে আমেরিকায় আছি। যে ভালোর জন্য আমেরিকায় আসা, এখন দেখছি সেই ভালো বাংলাদেশেই রয়েছে। আসলে 'ভালো' সবার ভাগ্যে জোটে না। বাংলাদেশে থাকলে হয়তো করোনা ভাইরাসে বা অন্য কোন কারণে মারা যেতাম, এটা কোন সমস্যা নয়, কারণ মারা যাওয়ার বা মৃত্যুর কোন বিকল্প নেই।

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী শুধু মাত্র ইছামতি নদীর পাড়েই নয়, এখন দেখছি প্রতিবেশীর পাতায়ও অবস্থান করছে। পর্ব দিবসের বিজ্ঞপ্তি হিসাবে দেখে খুব ভালো লাগল। অতীতেও দেখেছি, দেখে রেখে দিয়েছি। কিন্তু আজকের এই বিজ্ঞপ্তি (প্রতিবেশী সংখ্যা ৩২) দেখে কি যেন একটি চেতনার উদয় হল। আমার বিবেক আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে "আমি একজন এক্সসেমিনারীয়ান।" প্রথম বারের মত ভাবতে লাগলাম, "সেমিনারীর খরচে থেকেছি, খেয়েছি, পড়াশোনা করেছি। আমার কি এর কোন প্রতিদান দেওয়া উচিত নয়!" আমার সময় আছে, সীমিত পর্যায়ে সামর্থ্য আছে, শুধু প্রয়োজন ইচ্চাশক্তি। হ্যাঁ, এই বিজ্ঞপ্তিটিই আমার ইচ্ছা শক্তির যোগান দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি হাতে রেখেই পর্বকর্তা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। বিজ্ঞপ্তি দাতাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, এটা হয়ে উঠুক সকল এক্সসেমিনারীয়ানদের অর্থ দানের অনুপ্রেরণার উৎস। এক্সসেমিনারীয়ানদের স্মরণে 'এক্সসেমিনারীয়ান দিবস' পালন করা যেতে পারে।

আমি একজন নিয়মিত প্রতিবেশীর গ্রাহক (# USA 269) ও পাঠক। শুধু পড়ার জন্য গ্রাহক নই, প্রতিবেশী নিয়মিত প্রকাশনার জন্যও গ্রাহক। প্রতিবেশী আমার সাথী। আমার সমবয়সী অনেকে মৃত্যুবরণ করেছে, কেউ অসুস্থ হয়ে অবসর জীবন-যাপন করছে। আমি কিন্তু এখনও সুস্থ, সবল ও কর্মঠ আছি, কর্মরত অবস্থায় এটা আমার জন্য বোনাস লাইফ। সংসার জীবনের পাশাপাশি বোনাস লাইফটা হোক ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী মণ্ডলীর সেবায় উৎসর্গীকৃত।

বেঞ্জামিন গমেজ
প্রাক্তন সেমিনারীয়ান

বয়স্কজনেরা পরিবারের স্তম্ভ: প্রজ্ঞা তাদের সম্পদ

ফাদার ড. মিন্টু লরেন্স পালমা

একজন পাল-পুরোহিত আমাকে ফোন করে বললো তাদের ধর্মপল্লীতে আর্ন্তজাতিক প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন করবেন এবং সেখানে যেন আমি তাদের সম্বন্ধে কিছু সহভাগিতা করি। আমি প্রথমে একেবারেই নারাজ ছিলাম। তবুও ফাদার বিশেষ অনুরোধ করায় রাজী হয়ে গেলাম। কিন্তু এই প্রবীণ অর্থ্যাৎ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ব্যাপারে আমি কখনো কোন চিন্তা করিনি এবং কখনো কোন সহভাগিতাও করিনি, এ যাবৎ তেমন কাউকে উপদেশ দিতেও শুনিনি, তাছাড়া তেমন লেখালেখিও চোখে পরেনি। চিন্তা করলাম কি বলবো? তাই পাচঁটা মিনিট চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলাম। হঠাৎই আমার নিজের বয়সটাই চিন্তায় এসে গেলো। দেখলাম আমার যে বয়স তাতে আমার তো এই পর্যায়ে যেতে বেশী দেরী নেই। আর কয়টা বছরইতো। কয়েকটা বছর পরেইতো এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাতারে পরবো। তা আর কতদিনইবা। আমার এই ভাবনাটাই তাদের বিষয়ে ভাবতে, আরো একটু বেশী করে চিন্তা করতে অনুপ্রানিত করলো। আসলেই তারা যে কেমন থাকে, তারা নিজেদের কেমন ভাবে, তাদের সময়টা কেমন কাটে, তাদেরকে আমরা কেমন দেখি, কেমন রাখি, তাদেরকে নিয়ে কেমন ভাবি এরকম অনেকগুলো প্রশ্ন ও ভাবনা মনের মধ্যে এসে ভির করলো। সব চেয়ে বড় কথা একজন মানুষের জীবনের শেষ ধাপটাইতো এটা। এর পরে তো আর এগিয়ে চলা নেই। এটাইতো শেষ, চুরান্ত। জীবনের জন্ম, শৈশব, কৈশর, যৌবন, বয়স্ক ও পৌঢ় বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। জীবনের শেষ ধাপ, পরন্ত বেলা, পূর্ণতার কাল। জীবনের বিভিন্ন ধাপের সবটা পেরিয়ে এসে এ এক কর্ষিত জীবন, চর্বিত জীবন, অনেক কিছু নিয়ে অর্জিত জীবন, ভরা জীবন, ভারী জীবন।

বার্ধক্য কাল ও অবস্থা: প্রবীণরা হলো বয়স্কজনেরা। যারা ষাটোর্ধ। যারা কর্মব্যস্ত জীবন থেকে অবসরের চলে যায়। যারা সিনিয়র সিটিজেন। যারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রচীন। যেটা জীবনের শেষ কাল অর্থ্যৎ বার্ধক্যকাল। যারা প্রজ্ঞ, বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞজন। বার্ধক্যবিদ্যা (Gerontology) বলে, বার্ধক্য একটা জটিল, অধঃপতিত শারীরিক ক্রম-প্রক্রিয়াগত পরিবর্তিত অবস্থা যখন মধ্য বয়সের পর থেকে বাহ্যত সেইসব লক্ষণগুলোর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় যখন ক্রমবর্ধমান শুস্কতার জন্য শরীরের চামড়ায় ভাজ পরে, চুল পেকে যায় ও পরতে থাকে, ওজন বাড়তে থাকে, সাথে সাথে মাংসপেশীগুলো দুর্বল হতে থাকে, ঘাড়ের অংশ নূজ্য হতে থাকে বা ঝুকতে থাকে এবং দেহের অঙ্গগুলো নড়বড়ে ও এর ক্ষিপ্ততা হারাতে থাকে। তবে বার্ধক্য অবস্থার বড় একটা কারণ হলো বংশগত বিন্যাসের সাথে পরিবেশ ও পারিবাশ্বিক বিষয়টাও সম্পৃক্ত।

এই লক্ষণগুলো ছাড়াও এই সময়ে তাদের উপর মনস্তাত্বিক বিষয়গুলোতো রয়েইছে। যারা কর্মজীবী যখন তারা কর্মব্যস্ত জীবন ছেড়ে অবসরে চলে যায়, তখন অনেকের জন্যই শুরু হয় হঠাৎ থমকে যাওয়া কর্মহীন জীবন। অনেকের নানা রকম শারিরীক রোগব্যাধি এসে ভর করে, শুরু হয় নানা শারিরীক যন্ত্রণা ও কষ্টের জীবন। জীবনের এই পর্যায়ে এসে অনেকে তার দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের জীবন সঙ্গীকে হারায়, শুরু হয় একাকিত্বের জীবন। দীর্ঘ বছরের এই জীবনে চোখের সামনে অনেককে তাদের ভালোবাসার আপন ও পরিচিত জনদের মৃত্যু দেখতে হয়। পরিবারের অন্যেরা নিজেদের নিয়ে অনেক ব্যস্ত হয়ে পরায় তাদের প্রতি আর কারো সময় দেওয়ার সময় থাকে না, শুরু হয় নিসংঙ্গ একাকী জীবন। তখন আর আগের সেই মনের তেজ ও শরীরের শক্তি থাকে না ফলে দেখা দেয় মনের ও শরীরের দুর্বলতা। তখন খাওয়ার অনেক ইচ্ছা থাকলেও অনেক কিছু খেতে বারণ, অনেকে নানা জেদ করে, রাগ করে, অভিমান করে, মর্জি করে। অনেকের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় ফলে মনে রাখতে পারে না, অনেকের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীন হয়ে যায়, হাটা চলার শক্তি-সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কথায় আছে, 'যৌবনকালে মানুষ সমস্যার মধ্যে ঢুকে পরে কিন্তু বয়সকালে সমস্যা আমাদের মধ্যে ঢুকে পরে।' শুরু হয় পরিবারে অন্যদের উপর নির্ভরশীল জীবন।

তাদের প্রতি বাড়ীর পরিজনদের মনোভাব

এমনিতেই তাদের অনেকটা অসহায়ত্ব অবস্থা কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় তাদের এই অসহায়ত্বটা চোখে পরার মত। আগে যৌথ পরিবারে অনেকের একসাথে পারিবারিক জীবন তাদের প্রতি যত্ন, খোঁজ-খবর-খেয়াল রাখতে কোন সমস্যা হয়নি। ছেলে-মেয়ে, নাতী-নাতনি, পাড়াপড়শী অনেকেই তাদের পাশে ছিল, সময় দিতো, খোঁজ-খবর নিতো। তখন এত মানবিক দৈন্যতা ছিল না। কিন্তু বর্তমানকালে সবার জন্য না হলেও তবে অনেকের জন্যই তাদের এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকালে শারীরিক দুর্বলতা-অসুস্থতা, মানসিক অবসাদ, হতাশা, নিরাশা, একাকিত্বের সাথে অনেকের জীবনে আবার পরিবারের আপনজনদের কাছে অবহেলার পাত্র হন। তাদেরকে তারা বোঝা মনে করেন, কথায় আচরণে-ব্যবহারে তাদের প্রতি বিরক্তি পোষণ করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের যথাযথ সেবা-যত্ন ও করা হয়না। পত্র-পত্রিকা খুললে দেখা যায় আজকাল সন্তানেরা বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বাইরে রাস্তায় ফেলে রেখে আসে, তাদের মারধর করে, তাদের নির্যাতন করে, নানা রকম চাতুরতা করে তাদের কাছ থেকে জমিজমা লিখে নেয়। অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের বিছানার স্থান হয় ঘরের এক কোণে, পরে থাকতে হয় একা সারা দিন রাত। আবার যাদের সন্তানেরা চাকুরীজীবী, বাড়ী ছেড়ে শহরে থাকে তাদের পরিজনদের দেখার কেউ নেই। তাদের অবস্থাতো আরো দুর্বিসহ। একজন কাজের লোকের উপর ভার দিয়ে সন্তানেরা তাদের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতার এইভাবে দায়িত্ব পালন করে। আবার অনেকেক রাখে বৃদ্ধাশ্রমে। অনেকে দারিদ্রে ও আর্থিক দুরাবস্থায় ভোগেন। এখানে থেকেই জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আবার এটাও লক্ষণীয় যে, বছরের পর বছর অনেকের কোন খোঁজ খবর নেই কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর সন্তানদের মায়াকান্নার শেষ নেই।

আজকাল সবাই শহরমুখী, যার যার পরিবার নিয়ে ব্যস্ত, সবাই কর্মজীবী, পরিবারে সন্তান কম তাই নাতি-নাতনি উপস্থিতিও নাই উপরন্ত ছোট হোক বড় হোক সবার হাতে মোবাইল তাই সবাই এটা নিয়ে ব্যস্ত। এই মোবাইলের পিছনে প্রচুর সময় আছে কিন্তু ঘরে, পরিবারে প্রবীণ/বয়স্ক-বয়স্কাদের জন্য সময় নেই। তাদের ইচ্ছামত পরিবারের আপনজনদের ডেকেও পাওয়া যায় না, চলার সঙ্গী থাকে না, মনের কথা ভাবনাগুলো শুনার লোক থাকে না অথচ তাদের কতনা কিছু বলার থাকে। টেলিভিশনে একটা এড দেওয়া হয়, এডটা হলো এরকম, ঘরে এক বৃদ্ধা বসে ছেলেকে ডাকছে, 'খোকা, খোকা উত্তর দিচ্ছে 'আমি অফিসে যাচ্ছি' এরপর সেই বৃদ্ধা তার নাতীকে ডাকছে, 'দাদুভাই' নাতী উত্তর দিচ্ছে 'আমি নঁদু। শেষে সেই বৃদ্ধা মনোকষ্টে বলছে 'আমার মনের কথা শুনার কেউ নাই'। এটাই বৃদ্ধাবস্থা। এটা আবার দ্বিতীয় শিশুকাল। যখন শিশুদের মত আবার অন্যের উপর নির্ভশীল হয়ে পড়তে হয়। অনেক কিছু করতে চাইলেও, অনেক জায়গায় যেতে চাইলেও, অনেক কিছু খেতে চাইলেও তা আর হয়ে উঠে না, অনেক শাসন, বারণ, নিয়ন্ত্রণ এর ঘেরে থাকতে হয়। ছেলে-মেয়ে ও নাতী-নাতনিদের দৃষ্টিতে তারা সেকেলে, অকেজো। পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনে দাদু-ঠাকুরমা, নানা-নানী ও নাতী নাতনিদের মধ্যে যে একটা নান্দনিক সম্পর্ক গড়ে উঠে বর্তমানে সেই সম্পর্ক সৃষ্টির অবস্থায় আর পরিবারগুলো নেই। কারণ যার যার পরিবার নিয়ে পৃথকভাবে জীবনযাপন, আবার পরিবারে যার যার মত চলছে, উপরন্ত আবার যার যার হাতে মোবাইল এবং যার পিছনে সবায় যার যার মত ব্যস্ত। তাই এই যার যার যারপরনাই সম্পর্কেই লেগে গেছে হাহাকার। কারণ সময় কোথায়? সুযোগ কোথায়? ফলে সম্পর্কইবা কোথায়? এই বৈষয়িকতা ও প্রযুক্তিকতার প্রভাবে কিন্তু মৌলিক পারিবারিকতা ও মানবিকতার বড় সংকট দেখা দিচ্ছে এবং আরো প্রকট সংকট দেখা দিবে।

বয়স্করা হলো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার: কিন্তু পরিবারে প্রবীণ ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধদের উপস্থিতি অপরিহার্য। তারা পরিবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরিবারে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না বরং তারা পরিবারের রক্ষাকবচ, পরিবারের অভিভাবক, পরিবারের প্রহরী, পরিবারের পরামর্শক, পরিবারের শিক্ষক, পরিবারের প্রেরণাদানকারী, পরিবারের বিশ্বাসের ধারক ও রক্ষক। চাইনিজ প্রবাদে বলে, 'বৃদ্ধরা পরিবারে জীবন্ত স্বর্ণভান্ডার"। প্রবচন বলে, 'পাকা চুল শোভার মুকুট; তা ধর্মময়তার পথে পাওয়া যায় (প্রবচনমালা ১৬: ৩১)। পোপ ফ্রান্সিস বলেন, 'পরিবারের মৌলিক স্তম্ভ বয়স্কজনেরা। তাদের অনেক সমৃদ্ধ স্মৃতির ভাণ্ডার রয়েছে। পরিবারের ছোট বড় সবার জন্য তারা শান্তি ও প্রেরণার শক্তি'। 'বৃদ্ধকাল হলো শেষ কলা পূর্ণ করার কাল যখন জীবনের সব কিছু পর্যালোচনা করে দেখার সময়'। তারা সুদীর্ঘ বছর অনেক সংগ্রাম করে, বিভিন্ন চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে অনেক জ্ঞান

ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার নিয়ে এই পর্যায়ে এসে উপস্থিত হন। প্রবচনে বলে, 'একটা নতুন ঝাড়ু পরিস্কার করে কিন্তু পুরানোটাই ঘরের কোনা-কানছিগুলো জানে।' অভিজ্ঞতা তাদের সম্পদ। যোবে বলা হয়েছে, 'প্রজ্ঞা প্রাচীনদের সম্পদ; সদ্বিবেচনা দীর্ঘায়ুর অধিকার (যোব ১২:১২)।' লেবীয় পুস্তকে লেখা আছে, 'তুমি চুল পাকা লোকের সামনে উঠে দাড়াবে, বৃদ্ধ ব্যক্তিকে সন্মান করবে (লেবীয় ১৯: ৩২)। প্রবচন বলে, 'যুবকদের বলই তাদের গর্ব, পাকাচুল বৃদ্ধদের ভুষন' (প্রবচন ২০:২৯)।

বার্ধক্য নানা ব্যাধির কাল হলেও এটা কিন্তু বেধির কাল। একালে ব্যক্তিকে ধীর-মন্থর করে দিলেও অন্যদিকে তাকে করে ধী-ধীমান। অনেক ক্ষেত্রে সে অসুস্থ হয়ে পড়লেও তার জন্য এটা অনুগ্রহের কাল। তাদের জীবনের অনেক গল্প আছে, তারা একটা জীবন্ত পুস্তক, তাদের অনেক জ্ঞান-অভিজ্ঞতা আছে তারা এক একটা গবেষণা পৃষ্ঠা। যুগের পার্থক্য ও পরিবর্তনের ফলে তারা ইতিহাসের অনেক কিছুর সাক্ষী, তাদের স্মৃতিতে সমৃদ্ধ ইতিহাসগুলো ছোটদের জন্য অনেক প্রেরণার। এই সময়ে অনেক কষ্ট, অনেক বেদনা ও জীবনটা গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যেও এই সময়টা গুছিয়ে চলার কাল। যন্ত্রণাময় অবস্থা থেকে করুণাময় অবস্থায় ধাবিত হওয়া হলো এই বার্ধক্যকাল।

যৌবন যার সৎ-সুন্দর ও কর্মময় তার বৃদ্ধবয়সটা স্বর্ণময়

কিন্ত কতজন মনে রাখে এই প্রবাদটা, 'যৌবন যার সৎ-সুন্দর ও কর্মময় তার বৃদ্ধবয়সটা স্বর্ণ যুগ বলা হয়।' কথায় বলে, মুর্খের কাছে বার্ধক্য হলো শীতকাল কিন্তু শিক্ষিতের কাছে বার্ধক্য হলো ফসল ঘরে তোলার সময়।' প্রবীণ বা বার্ধক্য কালের মানুষের সুখ, তৃপ্তি, স্বার্থকতা, চলার শক্তি নির্ভর করে যৌবন কালে তার কর্তব্য নিষ্ঠতা, কঠোর পরিশ্রম, শৃংখলাময় জীবন, মিতব্যয়ীতা, সঞ্চয়ী মনোভাব, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে সুআদর্শ দিয়ে সন্তানদের সুন্দর করে মানুষ করে গড়ে তোলা। একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রফুল্ল মুখের চেয়ে সুন্দর আর কোনকিছুই নেই। আর এর পুরোটাই নির্ভর করে একজন মানুষের যৌবনকালের সৎ-সুন্দর ও কর্মময় জীবনের উপর।

কিছু মানুষের জীবনের বয়সকালের অবহেলা, উদাসীনতা, দায়িত্ববোধহীনতা, বেপরোয়া জীবন কাটানোর ফলে এই প্রবীণ/বৃদ্ধ অবস্থায় এসে ধরা খান এবং তাদের এই বৃদ্ধকালটা ভালো কাটে না। তাদের অনেক কষ্টভোগ করতে হয়। তখন আপন জনেরাও মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এই অসহায়ত্বের কারণ তারাই। অনেকে আছে যারা তাদের বিশ্বাসের জীবনের চর্চ্চা করে না, অনেকে আছে যারা বিভিন্ন নেশা করে কুদৃষ্টান্ত রাখে, অনেকে আছে যারা অনেক ঋণের বোঝা নিয়ে বার্ধক্যে নিজেও ভোগেন ও পরিবারের অন্যদেরও ভোগান। আজকাল দেখা যায় প্রবীণেরা/বয়স্করা ঘোষ খেয়ে বিচার-শালিসী করে, এই বয়সে চড়া সুদে টাকা খাটায়, নেশা ও টাকায় তাদের বুদ্ধি জ্ঞান অন্যায়-অধর্ম চর্চায় ব্যবহার করে। বয়স্কাদের মধ্যে অনেকেই পরচ্চর্চা পরনিন্দা করে। পরিবারে শশুর-শাশুরী হিসাবে অনেকে ছেলের বৌদের দোষ ধরে রেড়ান এবং আচরণও ভালো করেন না। প্রবীণ/বয়স্কদের চলন-বলন, আচার-আচরণ, ভাব-প্রভাব হতে হয় ধীর-ধীমান, সংযত যেন অন্যেরা তাদের সন্মান ও শ্রদ্ধা করে। সাধু পল স্মরণ করিয়ে দেন, 'বৃদ্ধরা যেন মিতব্যয়ী হয়। তারা যেন এমন মানুষ হয় যাতে তারা সকলের শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য হয়ে উঠে এবং তারা যেন যথার্থ খ্রিস্টবিশ্বাস, ভালোবাসা ও কর্তব্যনিষ্ঠার পথেই চলে। বৃদ্ধদের আচার আচরণ যেন ভক্তজনগণের উপযুক্ত হয়। তারা যেন কুৎসা রটানোর অভ্যাস কিংবা পানাহারের দাসত্বে না পরে। সদপোদেশ দিয়ে তারা যেন তরুনী বধুদের স্বামী ও সন্তানদের ভালোবাসতে শেখাও (তীত ২:২-৬)।

বার্ধক্য কালে কি করণীয়

যেহেতু এই সময়টায় বিভিন্ন কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, অসুস্থতা, হতাশা-নিরাশা বা একাকিত্ববোধ দেখা দেয় তাই সবচেয়ে বড় কাজটা যেটা আর সেটা হলো এই বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া। এটাকে অস্বীকার করলে জীবনের আনন্দ কমে যাবে। তাই ইতিবাচক মনোভাব রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে এটা আমার কালের বাস্তবতা নয় তাই অনেক কিছুই নিজের মত হবে না। তাই মানিয়ে চলার শক্তি থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত: যতদুর সম্ভব সুস্থ থাকা। নিয়মিত ডাক্তার দেখানো দরকার। খাওয়া দাওয়া, ঔষধ খাওয়া অর্থ্যাৎ নিজের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিজেই নিলে ভালো। দিনটাকে একটা নিয়মের মধ্যে, শৃংখলার মধ্যে রেখে চলা দরকার। তৃতীয়ত: কোন বদ অভ্যাস থাকলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। নেশা দ্রব্য, সিগারেট এইসব না খাওয়াই উচিত। অ্যালকোহল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই সময়ে আমাদের অনেক কিছুতেই সংযত হতে হয় আর তা মেনে চলা। চতুর্থত: মৃত্যু চিন্তা বাদ দিতে হবে। তবে এই চির সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার না করা। সব সময় ঢ়ড়ংরঃরাব চিন্তায় থাকা ও ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা বোধ রাখা। ঈশ্বর বিশ্বাসী হিসাবে তার ধর্মপরায়ন জীবন যাপন করা। পঞ্চমত: সময়-সুযোগে বাড়ীতে বাগান করে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। পরিবারে ছোট-খাট কাজে সাহায্য দেওয়া। অন্যদেরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া এতে একাকিত্বের সুযোগ থাকবে না। ষষ্ঠত: সমাজসেবায় ও পরামর্শ দানে সক্রিয় থাকা। সমবয়সীদের খোঁজ-খবর নেওয়া ও কুশল আলাপ করা। সপ্তমত: নাতী-নাতনি ও পরিবারে ছোটদের সাথে সময় কাটানো। তাদেরকে সুন্দর সুন্দর জীবনের গল্প বলা। তাদের উৎসাহ দেওয়া। তাদের ডেকে প্রার্থনা করা। অষ্টমত: সমাজে, ধর্মপল্লীতে সুযোগ থাকলে স্বেচ্ছাসেবা দানে জড়িত হওয়া। চলা ফেরার শক্তি থাকলে প্রতিদিন না পারলেও সকালের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা। নবম: চাকরী থেকে অবসরের এই সময়টা কোন কাজে জড়িয়ে রাখা। অবসর কালে নিজের মেধা ও অভিজ্ঞতা কোন কাজে লাগানোর চেষ্টা করা। নিজের সখগুলো কাজে লাগিয়ে জীবনটা উপভোগ করা। দশম: পরিবারের সবাইকে সৎ পরামর্শ দিয়ে একত্রে আগলে রাখা। সবাইকে সমানভাবে দেখা। একাদশ: ঈশ্বরধ্যানে ও তার উপর আত্মদানে জীবনটাকে রাখা। সামসঙ্গীতের ভাষায়, 'আমার আয়ুস্কাল সে তো মোটে সত্তর বছর, কিংবা হয় তো আশি, শরীরটা যদি শক্ত হয়, অথচ এই সময়ের বেশীরটাই দুঃখ ও কষ্টে ভরা, বড় দ্রুত কেটে যায় সব কিছু আর আমরা কোথায় যেন ভেসে চলে যাই। আমাদের বুঝতে শেখাও প্রভু কতদিনই বা জীবনের আয়ু, পরম জ্ঞানই যেন জেগে উঠে আমাদের প্রাণে' (সামসঙ্গীত ৯০: ১০-১২)। 'আমাদের আয়ুর দিনগুলি গুনতে আমাদের শেখাও, তবে আমরা লাভ করবো প্রজ্ঞাপূর্ণ অন্তর' (সামসঙ্গীত ৯০:১২)।

তাদের প্রতি পরিবারের সদস্যদের করণীয়

প্রথমত: আমাদের পরিবারের হোক বা অন্য কেউ হোক বয়স্করা হলো গুরুস্থানীয়। তারা হলো ভক্তিভাজন ও পুজনীয়। তাদের প্রতি প্রথমত ভক্তি, শ্রদ্ধা, সন্মান দেখানো। বিভিন্ন কারণে সে হয়তোবা বিরক্তির কারণ হতে পারে কিন্তু তাদের কখনোই অশ্রদ্ধা করা যাবে না। সাধু পল বলেন, 'কোন বৃদ্ধকে কখনো কঠোর ভাবে তিরস্কার করো না, তাকে বরং তার কর্তব্যের কথা এমন ভাবে মনে করিয়ে দাও যেন সে তোমার পিতা (১ তিমথী ৫:১)।

দ্বিতীয়ত: এইসময়ে তাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাদের শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা ও যত্ন। নানা রোগব্যধি এই বয়সে শরীরে ও মনে এসে ভর করে। এই বয়সের মানসিক সমস্যার সাথে এই শারীরিক নানা ব্যাধি অনেক পীড়াদায়ক। তাদের এই কষ্টে আমরা যেন সহনশীল হই, সহমর্মী হই। তাদের জন্য যথ াসম্ভব প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেই।

তৃতীয়ত: পোপ ফ্রান্সিস-এর কথামত পরিবারের মৌলিক স্তম্ভ হলো বয়স্কজনেরা। তাদের অনেক সমৃদ্ধ স্মৃতির ভান্ডার রয়েছে। পরিবারের ছোট বড় সবার জন্য তারা শান্তি ও প্রেরণার শক্তি'। পরিবারে অনেক সমস্যা থাকে এর সমাধানের অনেক পরামর্শ ও উৎস কিন্ত আমরা ঘরেই এই আপন জনের কাছেই পেতে পারি। তাই তাদের কাছে দিয়ে পরামর্শ নেওয়া।

চতুর্থত: আসলে বয়স্কদের সবচেয়ে কাছের সঙ্গী, সব চেয়ে আনন্দের সঙ্গী এবং সময় কাটানোর সহজাত প্রিয় সঙ্গী কিন্তু এই নাতী-পুতিরাই। আগের দিনে পরিবারে বয়স্কজনেরাই পরিবারে ছোটদের নানা গল্প বলে তাদের ঘুম পারাতো, প্রর্থনা শিখাতো, নীতি শিক্ষা দিতো, তাদের অভিমান-কান্না থামাতো, মাবাবার চেয়ে তাদের মধ্যে আন্তরিক ও বাৎসল্যপূর্ন সম্পর্ক গড়ে উঠতো। পারিবারিক এই মধুর চর্চাগুলো ভুলে না যাওয়া।

পঞ্চমত: তাদের কথা শুনা। তাদের নিসঙ্গতা ও একাকিত্ব দুর করার জন্য তাদের সময় দেওয়া। এখনকার বাস্তবতায় পরিবারে পরিজন কম তার উপর সবায় ব্যস্ত। তবে ব্যস্তাতার অনেকটাই আবার মোবাইল নিয়ে। এটার প্রতি আসক্তি কমিয়ে পরিবারে বয়স্কদের প্রতি খেয়াল করা। তাদেরকে কখনোই যেন কোন করুণা না করি।

ষষ্ঠত: কিভাবে তাদের খুশী রাখা যায় সেই দিকে খেয়াল করা। গ্রাম বা প্যারিশ পর্যায়ে বয়স্ক-বয়স্কাদের জন্য বিনোদনমুলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা। বয়স্ক দিবসটা জাকজমকের সাথে উদ্‌যাপন করা। তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য তাদের সন্মাননার ব্যবস্থা করা।

সপ্তমত: কখনোই না ভাবা তারা আমাদের বোঝা। কখনোই তাদের শারীরিকভাবে আঘাত না করা। কখনোই তাদের তিরস্কার না করা এবং তাদের প্রতি খারাপ আচরণ না করা। সন্তানরা/নাতী-নাতনিরা যেন কোনভাবেই পিতা-মাতাকে, দাদা-দদীদের অযত্ন না করে। তাদের বার্ধক্যের সুযোগ নিয়ে সন্তনেরা যেন তাদেরকে না ঠকায়। আমরা ভুলে যাব না যে এই বৃদ্ধকালটা আমাদের সবার জীবনেই অবধারিতভাবে অপেক্ষা করছে। আসুন তাদের ভক্তি করি, ভালোবাসি, শ্রদ্ধা-সন্মান করি, সেবা কবি। তাদের সময় দেই, তাদের কথা শুনি, সদপোদেশ গ্রহণ করি।

বিবাহ ও জীবনভর ভালবাসা

পলিকার্প ললিত ও মালতী গমেজ

মানব সমাজের মৌলিক কোষ পরিবার। পরিবারের সূচনা হয় বিবাহের মধ্যদিয়ে। ধর্ম, কৃষ্টি-সংস্কৃতির ভিন্নতায় বিবাহ রীতি ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তবে-

Marriage is a most precious Gift (উপহার) from God. It is a Holy Sacrament God has created for us. This is also a Covenant and this covenant between two baptized persons has been raised by Jesus Christ the Lord to the dignity of a sacrament. Marriage is a Holy BOND (পবিত্র বন্ধন) a safe home, a refuge against all odds and storms. It brings two hearts together. Marriage entails the establishment of a new home and a heaven on earth. *Giving* and C*aring* will help form a common bond that will make a marriage last for life time. Marriage is a blending of two personalities.

পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে বলা হয়েছে, '.. এজন্য মানুষ তার পিতা-মাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে (আদি- ২:২৪)।'

বিবাহ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছায় একজন ছেলে তার বাবা-মাকে ছেড়ে একজন মেয়ের সাথে পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং তারা আর দুইজন থাকে না, একজনে পরিণত হয়। বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন, পবিত্র সাক্রামেন্ত তাই এই বন্ধনের মাধ্যমে দু'টি প্রাণ, দুটি জীবন, দু'টি আত্মা এক হয়ে যায়। এই বন্ধন অলঙ্ঘনীয় (unbreakable). স্বয়ং ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষের তা ভাঙ্গার অধিকার নেই। The scriptures say, What God has joined together, let no man put asunder.

বিশ্বাসই হলো বিবাহ বন্ধনের প্রধান উপাদান। বিশ্বাস, ভালবাসা আর ক্ষমা হল বিবাহের মূল ভিত্তি। ক্ষমা ছাড়া বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া যায় না। ভুল করলে সব সময় ক্ষমা করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। শুধু মুখে নয়, ভালবাসার মানুষকে ক্ষমা করতে হবে মন থেকে আর পরিপূর্ণ ভাবে। পরিপূর্ণ ভাবে ক্ষমা করতে না পারলে তা ক্ষমা হয় না। দোষ গুণ মিলিয়েই মানুষ। আমরা কেউই দোষ-গুণের উর্ধ্বে নই। মনের দিক থেকে আমরা সবাই দুর্বল। ভুল ত্রুটি আমাদের হবেই। যেখানে ভুল-ত্রুটি আছে, সেখানে ক্ষমাও আছে। ক্ষমা ছাড়া বিবাহিত জীবনে সুখী হওয়া যায় না। এটাই চির সত্য। Always Ask for forgiveness. দোষ করলেই ক্ষমা চাইতে হবে। একবার, দুইবার নয়, যতবার দোষ করবে, ততবারই ক্ষমা চাইতে হবে এবং ক্ষমা করতে হবে নিজের ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। স্ত্রীকে ভালবাসা মানে নিজেকে ভালবাসা। Always forgive and forget এটাই হলো প্রকৃত ভালবাসা।

টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে "সম্পর্ক" বিশেষজ্ঞ টি তাশিরও (T. Tashiro) বলেছেন, সৌন্দর্য, টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি বিবাহিত জীবনকে সুখী করতে পারে না। তাঁর মতে, একটি ভালবাসাময় সুখী বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য সবার মধ্যে যে গুণটি থাকা প্রয়োজন, তা হলো বিশ্বাস, ভালবাসা ও আন্তরিকতা। আন্তরিক বলতে তিনি এমন কাউকে বুঝিয়েছেন, যিনি হবেন সৎ এবং বিশ্বাসযোগ্য, চরিত্রবান, বিনীত, নম্র, উদার, ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল এবং সহযোগী মনোভাবাপন্ন।

বিয়ের সময় আমরা একে অপরের হাতে হাত রেখে যে প্রতিজ্ঞা করি তা হল: "ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আজ থেকে আমি তোমাকে আমার স্ত্রী/স্বামী রূপে গ্রহণ করছি। সুখে-দুঃখে, অভাব-অনটনে, ধনে-দারিদ্র্যে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে আমি সব-সময় তোমারই থাকবো, তোমাকে ভালবাসবো, সম্মান করবো, রক্ষা করবো, তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবো এই প্রতিজ্ঞা করছি। "এই প্রতিজ্ঞার কথা আমরা যেন সব সময় মনে রাখি এবং কখনো যেন ভুলে না যাই। It can be said that the success and happiness of any married pair is ***TRUST*** and measurable in terms of the deepening Dialogue (আলোচনা) which characterize their Union (মিলন). Forgiveness_and Forgetness_are the basic instinct of a married life.

"Happy couples are each other's heaven."

সবার উপর ভালোবাসা

বিবাহিত জীবনে সব কিছুর উপর ভালোবাসার স্থান। ভালোবাসা আর বিশ্বাস ছাড়া বিবাহিত জীবনে আর কিছু নেই। ভালোবাসাই হলো বিবাহিত জীবনের মূল ভিত্তি। ভালোবাসা হলো নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উজাড় করে দেওয়া। নিজের মন, প্রাণ, আত্মা, সব দিয়ে দেওয়া। ভালোবাসা হলো আত্মায় আত্মায় কথা বলা। নিজের হৃদয়, মন, আত্মা দিয়ে অন্যের হৃদয়, মন, আত্মা নিজেরটার সাথে একাকার করে দেওয়াই হলো ভালবাসা।

ভালোবাসা মানুষকে জীবন দেয়, আনন্দ দেয়, দেয় সুখ। প্রতিটি মানুষই ভালবাসার কাঙ্গাল। ভালোবাসাহীন জীবন, জীবন নয়। ভালোবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ভালবাসা মানুষকে শুধু দিতে সেখায়, নিতে নয়। ভালবেসে মানুষ তার জীবনের সবকিছুই বিলিয়ে দিতে পারে। এমনকি জীবন পর্যন্ত। ভালবাসা মানুষকে জীবন দিতে শেখায়, জীবন নিতে নয়। ভালবাসার এরকম উদাহরণ পৃথিবীতে অনেক আছে আমরা জানি। রোমিও-জুলিয়েট, গোয়ার পলা-দোলা, শিরি-ফরহাদ এর ভালবাসার কথা আমরা কম-বেশি সবাই জানি। তারা ভালবাসার জন্য নিজের জীবন দিয়ে তাদের ভালবাসার মূল্য দিয়েছিল।

ভালবাসার মূল ভিত্তি হল বিশ্বাস (Trust). মানুষকে বিশ্বাস না করলে ভালবাসা যায় না। সততা ও বিশ্বাস হচ্ছে ভালবাসার পরম সম্পদ এবং মূল ভিত্তি। আর এর সাথে আসে ক্ষমা (Forgiveness). ক্ষমা না করতে পারলে ভালবাসার কোন মূল্যই থাকে না। যাকে ভালবাসি, তার সমস্ত দোষগুণ সহই তাকে ভালবাসি সমস্ত মন, প্রাণ দিয়েই। আমাদের ভালবাসায় যেন কোনও খাঁদ না থাকে। স্ত্রীর এবং স্বামীর সমস্ত দোষ, গুণ, ভালো, মন্দ সব কিছুকেই আমরা ভালবাসবো আর ক্ষমার চোখেই দেখবো। স্ত্রীকে ভালবাসা মানে নিজেকে ভালবাসা। নিজের ভালবাসাকে সম্মান করা। দু'জনকে দু'জনের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে স্বচ্ছ (transparent) হতে হবে। দু'জনার মধ্যে গোপনীয়তা বলে কিছুই থাকবে না। প্রিয় মানুষের মন জয় করাটাই হলো ভালোবাসা। মনে ভালোবাসা থাকলে সব কিছুই সুন্দর লাগে। ভালোবাসাই প্রাণ, ভালোবাসাই জীবন। ভালোবাসা দিয়ে কি না করা যায়, মানুষের মন থেকে শুরু করে সমস্ত পৃথিবী জয় করা যায়। ভালোবাসার কতো শক্তি, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না আর পারবও না কোনদিন। ভালবাসার উপরই এই পৃথিবীটা বেঁচে আছে, সমস্ত মানবজাতি টিকে আছে। আমাদের সবচেয়ে প্রিয়, সবচেয়ে আপন মানুষটার জন্য আমরা কি করি? বলতে গেলে কিছুই করি না। বলার মতো কিংবা দেখানোর মত আমাদের কিছুই নেই। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ভালোবাসা শুধু মুখে মুখে। ভালোবাসা শুধু মুখে বলার বিষয় নয়। ভালবাসা অন্তরের ব্যাপার। অন্তর দিয়ে ভালোবাসাকে অনুভব করতে হয়। ভালোবাসা কিনতে হয় না, ভালোবাসা অর্জন করতে হয়।

সম্রাট শাজাহান তার প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য আগ্রায় যমুনার তীরে তার ভালোবাসার তাজমহল তৈরি করেছিলেন যা কালের সাক্ষী হয়ে এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও তো আমাদের প্রাণপ্রিয় মানুষটার জন্য কিছু করতে পারি। সম্রাট শাজাহানের মতো বড় না হোক, আমরাও আমাদের অঞ্জলিভর্তি ভালোবাসার জন্য ছোট ছোট তাজমহল তৈরি করতে পারি। যেমন করেছেন ভারতের উত্তর প্রদেশের বুলন্দ শহরের ফইযুল হাসান কাদরি। ৭৭ বৎসর বয়সের সন্তানহীন এই বৃদ্ধ তার মৃত স্ত্রীর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য বাড়ির আঙ্গিনায় মিনি তাজমহল তৈরি করেছেন নিজের হাতে। তাতে বুঝি, তাদের ভালোবাসা কত গভীর ছিল।

ভালোবাসা সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেল কি বলে? বাইবেল বলে "ভালোবাসা নিত্যসহিষ্ণু, ভালোবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা। ভালোবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালোবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও ধৈর্য। ভালোবাসার মৃত্যু নেই।" অন্যান্য গুণ বা ক্ষমতার মূল্য যতই হোক, সাধু পল গভীর প্রত্যয়ে দেখিয়েছেন, ভালোবাসাই ঈশ্বর-দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ খ্রিস্টীয় গুণ *(করিন্থিয় ১৩:৪-৮)* ।

ভালবাসাই বিশ্বাসী একজন নারী ও একজন পুরুষের মাঝে হৃদয়ের অটুট বন্ধন তৈরি করে। তৈরি করে সাংসারিক ও পারিবারিক বন্ধন (Family Bond) যা অলঙ্ঘনীয়। ভালোবাসা ব্যতীত সাংসারিক, পারিবারিক কিংবা দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। স্বামী ও স্ত্রী একে অন্যের পরিপূরক। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন শূন্য, ফাঁকা।

একজন সুন্দর মনের ও গুণের স্ত্রী সংসারকে তার নিজের আলোয় আলোকিত করে তুলতে পারেন। সাজিয়ে তুলতে পারেন সংসার জীবনকে সুখের স্বর্গীয় বাগানের মতো করে। তবে এই কাজের জন্য দরকার স্ত্রীর প্রতি প্রেমিক স্বামীর ঐকান্তিক মায়া-মমতা, বুক ও অঞ্জলিভর্তি ভালোবাসা। এই সব থাকলে দেখবেন, বিবাহিত জীবন কত সুন্দর ও সুখের। সুখ কিনতে পাওয়া যায় না, সুখ অর্জন করতে হয়, সুখ তৈরি করতে হয়। কথায় আছে, "Money can buy many things, but not everything."

ভালবাসা হলো আত্মদান। নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে বিলিয়ে দেওয়াই হলো ভালবাসা। When you love someone, you give yourself to your loved one. Love is the beauty of the soul*. It gives us life to live. Love is life and if you miss it, you miss life.* The best proof of love is ***TRUST*** (বিশ্বাস).

Love is the heartbeat of a marriage. Where there is love, there is life. – Mohatma Gandhi.

Wife (স্ত্রী)

স্ত্রী কে এবং কি? স্ত্রী কি ঘরের লক্ষী না কাজের মেয়ে? স্ত্রী কখনোই কাজের মেয়ে নয়। নারী আর পুরুষ সমান। এখানে কেউ বড় কেউ ছোট নয়। ঈশ্বর নারী ও পুরুষকে এক করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষের বুকের পাঁজর নিয়েই ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের কাছে নারী এবং পুরুষ সমান, এক এবং অভিন্ন। একজন আরেকজনের পরিপূরক।

স্ত্রী হলো পুরুষের জন্য ঈশ্বরের এক অপূর্ব উপহার। আমার স্ত্রী আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। সে আমার হৃদয়ের ফুল, আত্মার আত্মা। আমার স্ত্রী আমার পরিপূর্ণ ভালোবাসা। একজন স্বামীর জন্য স্ত্রীর ভালোবাসাই পরিপূর্ণ ভালোবাসা। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার উপর আর কোন ভালোবাসা নেই। এই ভালোবাসা পবিত্র, জীবনদায়ী, ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা হলো শর্তহীন ভালবাসা। এই ভালোবাসায় কোন চাওয়া-পাওয়া নেই, কোন দাবি-দাওয়া নেই, নেই কোন হিসেব-নিকেশ। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা হলো স্বর্গীয় যার কোন মাপ-পরিমাপ নেই। যে স্বামী, স্ত্রীকে প্রাণভরে ভালোবাসে এই পৃথিবীতে তার মতো সুখী আর কেউ নেই। স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালোবাসা পাওয়া স্বামীর জন্য এক পরম সৌভাগ্য। অনেক স্বামী-স্ত্রী এক ছাঁদের নিচে বাস করে কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ভালোবাসা নেই। আমরা সবাই সুখী হতে চাই। এই পৃথিবীতে সুখী হতে হলে স্ত্রীকে প্রাণভরে ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসার বদলে ভালবাসা পাওয়া যায়, আর বিশ্বাসের বদলে বিশ্বাস। স্ত্রীকে ভালোবাসা মানে নিজেকে ভালোবাসা। স্ত্রী হলো পুরুষের সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, জীবনসাথী, পরম বন্ধু।

সাধারণত পুরুষদের বলতে শোনা যায়, নারীর মন বোঝা বড় দায়। কিন্তু কোন পুরুষ কি কখনো মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেছেন তারা কি চায়? নারীদের খুশী করতে বড় কোন উপহারের প্রয়োজন নেই। শুধু তার জীবনসঙ্গীর সঙ্গই তার বেশি প্রিয়। স্ত্রীরা সব সময় তার স্বামীকে কাছে পেতে চায় এবং স্বামীর কাছে কাছে থাকতে চায়। স্বামীর একটু ভালোবাসা, একটু আদর, একটু ভালো ব্যবহার পেলেই তারা খুশী। অনেক স্বামীরা তা বোঝে না। স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর কথার কোন মূল্য দেয় ন। বলে, তুমি মেয়ে-মানুষ, তুমি বুঝবে না। মেয়ে-মানুষ বলে আমরা তাদের কত অবজ্ঞা করি। আমার মা, আমার বোন - তারাও তো মেয়ে-মানুষ, তাদের ব্যাপারে আমাদের কি ধারণা? সংসার সুখের হয় নারীর গুণে, অনেক পুরুষ তা মানতে চায় না। সুখের জন্য টাকা-পয়সা লাগে না, লাগে অঞ্জলিভর্তি ভালোবাসা, যে ভালোবাসায় থাকবে অফুরন্ত বিশ্বাস, আশা, ভরসা ও আন্তরিকতা।

পৃথিবীর যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু মহান, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। পুরুষের একার কোন কৃতিত্ব নেই এখানে। কথায় আছে যে রাধে, সে চুলও বাঁধে। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

World Wide Marriage Encounter Bangladesh এর সাথে আমরা জড়িত। বিয়ের ক্লাসে ছেলে-মেয়েদেরকে আমরা সবসময় সৎ উপদেশ ও সৎ পরামর্শ দিয়েছি যেন তারা বিবাহিত জীবনে সুখি হয় এবং একটি সুখি-সুন্দর ও আদর্শ খ্রিস্টীয় পরিবার গঠন করতে পারে। তারাও যেন তাদের আশে পাশের সব পরিবারের কাছে একটি আদর্শ ও উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। তাদের দেখে অন্যান্য পরিবার যেন উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে সুন্দর ও সুখী পরিবার গঠন করতে পারে। ঢাকার তেজগাঁও গির্জায় আমরা একটানা ১৪ বৎসর বিয়ের প্রস্তুতি ক্লাস নিয়েছি *(১৯৯৭-২০১১)*.

আন্তরিকতা ও একাত্মতা (Intimacy and Togetherness):

One of the key ingredients of a successful marriage is a feeling of INTIMACY and TOGETHERNESS -- we are in this togetherness and are stronger because of our intimate relationship. Support your spouse in every way that you can. Let your partner know just how important they are to you and to the rest of the world. Perhaps the best help that you can give your spouse is to give him/her the TRUST and CONFIDENCE he/she needs. Be your spouse's BEST FRIEND and STRONGEST SUPPORTER. Remember that your spouse reaches the top of the mountain you will be standing there with him/her. Learn how to use *COMPROMISE* as part of daily living in your marriage. When you share the marriage, you must learn the art of compromise—giving a LITTLE to gain a LOT in your life.

"Happy couples are each other's heaven." Your spouse is your best friend.

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা থাকতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গোপন বলে কিছুই থাকবে না। একজন আরেকজনের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে সৎ, স্বচ্ছ ও transparent হতে হবে। চরিত্রের শ্রেষ্ঠ গুণ হল সততা ও সত্যবাদিতা। সততা ও বিশ্বাস হচ্ছে ভালোবাসার পরম সম্পদ। সততা ও ন্যায় আপনাকে সব অন্যায় ও অপরাধ থেকে দূরে রাখবে। কথা ও কাজে সততাই চরিত্রের মেরুদণ্ড। একমাত্র সততা ও ভালবাসা দ্বারা পৃথিবীর সবকিছু জয় করা যায়। স্বামী-*স্ত্রীর মধ্যে গভীরভাবে মনের আদান-প্রদান*, যোগাযোগ (Dialogue) যা মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে করতে হবে। প্রাণ খুলে সব কিছু আলোচনা ও সহভাগিতা করতে হবে, কোন কিছু গোপন না করা বা রাখা যাবে না। কোন প্রকার ছলনা বা চালাকি করা যাবে না। পরস্পরের প্রশংসা করা, পরস্পরকে সময় দেওয়া, ভালোবাসার কথা বলা, একসাথে সময় কাটানো, একসাথে প্রার্থনা করা, খাওয়া-দাওয়া করা, টিভি দেখা, বেড়াতে যাওয়া, কেনাকাটা করতে যাওয়া, বিয়ে কিংবা অন্য কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া, একসাথে গির্জায় যাওয়া, গির্জায় একসাথে বসা, গান ও প্রার্থনা করা, এক সাথে ক্যম্যুনিয়ন নেওয়া এবং একসাথে ঘরে ফিরে যাওয়া এই সব হল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভালোবাসা ও আন্তরিকতার প্রকাশ - যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সত্য সুন্দর ও জীবনময় করে তুলবে। কেউ কখনো কাউকে ভুল বুঝবে না। ভুল বোঝাবুঝি হলে আলোচনার মাধ্যমে যতো তাড়াতাড়ি তা মিটিয়ে ফেলতে হবে। কখনো রাগ করবে না, ঝগড়া করবে না, কটু

কথা বলবে না, পেছনের কথা কখনো টেনে আনবে না, গালি গালাজ করবে না। আর সব চেয়ে বড় কথা হল কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। সব সময় সত্য কথা বলবে। ভুল হলে বা ভুল করলে অকাতরে তা স্বীকার করবে এবং একজন আরেক জনের কাছে ক্ষমা চাইবে। ক্ষমার উপর কিছু নেই। এই সব দেখে আমাদের সন্তানেরাও শিখবে, এভাবে তারাও সুখী ও সুন্দর জীবনের অধিকারী হবে। কখনো সন্দেহ করবে না। সন্দেহের মতো খারাপ জিনিস আর নেই। সন্দেহ হল মনের বিষ যা মানুষের মন ও জীবন দুইই ধ্বংস করে দেয়।

If you want to change the world, go home and love your family.

- Saint Mother Teresa

যোগাযোগ (Communication):

ভালবাসা যদি বিয়ের হৃদস্পন্দন হয়, যোগাযোগ হল জীবন-রক্তের ধারা যা দুটি মানুষকে এবং তাদের ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখে সারা জীবনের জন্য।

Communication is the process by which one person receives messages from another. It is the sharing of messages, ideas, attitudes, and feelings resulting in a degree of understanding between a sender and receiver. Various way of communication, both verbal, and nonverbal, comes into play. The ability to express Oneness as clearly as possible is very important; perhaps, more critical to the communication process is the ability to listen effectively. If things are not going well for both of you and you are unhappy with each other, perhaps it is time for both of you to sit down and have a heart to heart talk. Do not blame each other. No shouting, please. Take into consideration what the other person is saying. Allow each other to speak their mind without judging or interrupting. Stop rushing around and listen. Hear, listen, hear, and listen, no matter how simple it may seem to you. Do not judge. If your spouse is evil, pray to God for him/her and for yourself.

পরিবার ও সামাজিক জীবন (Family and Social Life):

The family is the basic social unit around which everything is society revolves. As the family goes, so goes the society. If you destroy the family, you will destroy civilization. A strong wholesome family is the strength of the society.

Pray daily for your family. We must pray for our families according to the Will of God. We all need prayer. Prayer is extremely vital for our survival**.** God desires the best for us and for our families. Besides praying for His mercy, guidance, direction, wisdom, peace and safety, we must constantly pray that our loved-ones will come to know Jesus Christ as their personal Lord and Savior**.** We must pray that our loved-ones have a relationship with the heavenly Father. Saint Mother Teresa once said, "Prayer enlarges the heart until it is capable of containing God's Gift of Himself. *We must pray that our loved-ones find and stay in the* Will of God".

ধর্ম এবং প্রার্থনা (Religion and Prayers): আমার ধর্মই আমার অস্তিত্ব। ধর্মহীন জীবন জীবন নয়। ধর্ম আমাদের সব সময় সৎ পথে পরিচালিত করে। ধর্ম ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বরই আমাদের জীবন। প্রভু যিশু আমাদের ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা। আর প্রার্থনা হলো আমাদের স্বর্গে যাবার সোপান। প্রার্থনা হল ঈশ্বরের সাথে আলাপন যার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের সমস্ত দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অনটন ও চাওয়া-পাওয়ার কথা তাঁকে জানাতে পারি। প্রতিটি স্বামী-স্ত্রীকে তাদের সন্তানদের প্রতি রবিবারে মিশায় নিয়ে যেতে হবে। পাপ-স্বীকার করতে হবে, প্রতি রবিবারে পবিত্র ক্যমুনিয়ন গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি খ্রিস্টান পরিবারকে রোজ পরিবারের সবাইকে নিয়ে একসাথে মালা প্রার্থনা করতে হবে। যে পরিবার একসাথে প্রার্থনা করে, সে পরিবার একসাথে থাকে।

দিন শেষে প্রতিদিন আমাদের কৃতজ্ঞচিত্তে সবকিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হবে তাঁর দয়া, দান, ক্ষমা ও আশীর্বাদের জন্য। আমাদের প্রয়োজনে আমরা তাঁর কাছে শুধু চাই, কিন্তু ধন্যবাদ দেই না কখনো। তাঁর দয়ায় আমরা বেঁচে আছি, ভাল আছি, সুস্থ আছি সে জন্য সব সময় তাঁকে আমাদের ধন্যবাদ দিতে হবে, তার সমস্ত দয়ার জন্য তাঁকে প্রাণভরে কৃতজ্ঞতা জানাতে হবে। আমাদের ধর্ম হল সত্য ও সুন্দরের ধর্ম এবং আমরা হলাম সত্য সুন্দরের পূজারী, সত্য সুন্দর ঈশ্বরের পূজারী।

সন্তান (Children): সন্তানেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া সর্বোত্তম উপহার; যারা মহামূল্যবান সম্পদ।

সন্তান জন্ম দানের মধ্যদিয়ে স্বামী-স্ত্রী ঈশ্বরের সাথে তাঁর মহান সৃষ্টিকাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। সন্তান জন্ম দেওয়া একটা মহান কাজ ঈশ্বর যা মানুষকে দান করেছেন। সন্তান জন্ম দেওয়া সহজ কিন্তু তাদের উপযুক্ত ভাবে মানুষ করা অনেক কঠিন। সন্তানদের উপযুক্ত ভাবে মানুষ করার সব দায়-দায়িত্ব কিন্তু পিতা-মাতার। ভালো পিতা-মাতার সন্তান ভাল হয়। সন্তান যদি মানুষ না হয়, সে দোষ কিন্তু সন্তানের একার নয়। সে দোষ পিতা-মাতারও। কারণ সন্তান মানুষ করার দায়-দায়িত্ব পিতা-মাতার। সন্তান বেঁচে থাকে পিতা-মাতার পরিচয়ে। আর পিতা-মাতা বেঁচে থাকে সন্তানের মধ্যে। সৎ ও চরিত্রবান পিতা-মাতার সন্তান সৎ ও চরিত্রবান হয়। পরিবারই সেই স্থান, যেখান থেকে সন্তান ভালও হতে পারে আবার মন্দও হতে পারে। সন্তান ভাল কিংবা মন্দ হবার কারখানাই হল পরিবার। সব সন্তানই পিতা-মাতার পরিচয়েই বাঁচতে চায়। পিতা-মাতার কাছ থেকেই সন্তান সবকিছু শিখে। তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসা, আন্তরিকতা ও সুখি-সুন্দর জীবন দেখে সন্তানেরা অনুপ্রাণিত হয়। তাঁদের দেখে জীবন সম্বন্ধে ওদের মনে positive ধারনার জন্ম নেয়। তারা দেখে জীবন কত সুন্দর। তাই ওদের সুন্দর জীবনের জন্য ওদের সুশিক্ষিত, সৎ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে সন্তানেরা মানুষের মতো মানুষ হয়। সন্তানের প্রশংসা করতে হবে, প্রশংসায় ওরা খুশী হয়, ওদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, ওরা উৎসাহিত হয়, অনুপ্রাণিত হয়। এতে প্রতিটি কাজে তাদের মনোবল বারবে, সাহস বারবে, তারা সুচারুভাবে সব কিছু করতে পারবে।

Children are the Spring of Life. It is the age of discovery and dreams. Our children are the backbone to our family, society and the nation. They can change the future of the family and face of the society with their well-being and courageous behaviour. We must motivate our children. We must teach them responsibility and goal setting.

"Children whether young or older, they are the future, the strength that moves us forward. We place our hope in them." – *Pope Francis*

খ্রিস্টীয় পরিবার (Christian Family): পরিবার হল সমাজ গঠনের মৌলিক ইউনিট। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন আদর্শ পরিবার। একটি আদর্শ পরিবার নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। তারা আশপাশে যেসব পরিবার রয়েছে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে, পরিবারের গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীর দায়িত্ব যেন তারাও আদর্শ পরিবার গঠন করতে পারে সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা। প্রতিবেশির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য পরিবারের কর্ত্রীর দায়িত্ব বেশি। কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে, ব্যবহারে মার্জিত হতে হবে। ঘরে আমি যদি সিগারেট, মদ খাই এবং

উল্টাপাল্টা রাগারাগি, ঝগড়া, গালিগালাজ করি, আমার সন্তানেরা তাই শিখবে। ভালো কিছু শিখবে না। খারাপ কিছু করলে ওরা খারাপটাই শিখবে, ভাল কিছু করলে ভালটাই শিখবে। এইসব থেকে আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। এতে আমাদের আদরের সন্তানদেরই মঙ্গল হবে।

সংসার সুন্দর ও সুখের করতে হলে স্বামী-*স্ত্রীর মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকতে হবে। একজন আরেকজনকে ভালোভাবে* বুঝতে হবে। হতে হবে আন্তরিক, সহানুভূতিশীল, দয়ালু, বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, নির্ভরশীল, ক্ষমাশীল। আমাদের নিজ নিজ বদ অভ্যাসগুলো ছাড়তে হবে। আসুন, আমরা সবায় প্রতিজ্ঞা করি, খ্রিস্টান হিসাবে আমরা যেন সব সময় সত্য-সুন্দরের পক্ষে থাকি এবং সব সময় সৎ জীবন যাপন করি।

আন্তরিকতা: অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, দরদ, মায়া মমতা দেখানো, অন্যের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়া।

প্রশংসা: *প্র*শংসায় আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, মানুষ খুশী হয়, উৎসাহিত বোধ করে। আন্তরিকভাবে একে অপরের প্রশংসা করতে হবে। প্রশংসা (appreciation) কে না চায়? প্রশংসা পাওয়ার জন্য আমরা কত কি না করি। প্রশংসায় মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়, উৎসাহিত হয়, অনুপ্রাণিত হয়।

ডিভোর্স: কাথলিক মণ্ডলীতে ডিভোর্স বলে কিছু নেই। কাথলিক মতে, বিবাহ এক ও অনন্য। এটি ঐশ সন্ধি ও পবিত্র সাক্রামেন্ত। তা ভঙ্গ করা কারোরই কোন অধিকার নেই। একজন স্ত্রী ও একজন স্বামী তাই কাথলিক বিবাহের মূলকথা।

বিবাহিত জীবনকে রক্ষা করার জন্য অনেক ত্যাগ-স্বীকার করতে হয়, অনেক কিছুরই ছাড় দিতে হয়। এটা একটা সংগ্রাম। ভালোবাসা ও সুখের জন্য সারা জীবনই আমাদের এই সংগ্রাম করতে হয়।

চারিত্রিক শুচিতা ও পবিত্রতা: বিবাহিত জীবনে চারিত্রিক শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করা সবচেয়ে জরুরী। এই শুচিতা ও পবিত্রতা না থাকলে বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করা যায় না আর বিবাহিত জীবনের কোন মূল্যই থাকে না। আমাদের চারিত্রিক শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে আমাদের নিজেদেরই জন্য। প্রতিটি স্বামী তার নিজের চারিত্রিক শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করবে তার স্ত্রীর জন্যে আর স্ত্রী রক্ষা করবে তার স্বামীর জন্য। চরিত্র আমাদের মূল্যবান সম্পদ। এই সম্পদ আমাদের নিজেদেরই রক্ষা করতে হবে। চরিত্রহীন মানুষকে কেউ পছন্দ করে না। যার চরিত্র নেই, তার কিছুই নেই। কথায় আছে, যে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পত্তি হারায়, সে কিছু হারায়, আর যে চরিত্র হারায়, সে সবকিছুই হারায়। আমরা সৎ এবং সত্য সুন্দরের পূজারী। আমরা সৎ থাকব, সৎভাবে জীবন-যাপন করবো, ঈশ্বররের উপর বিশ্বাস রাখবো এই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি। আমাদের সবার জীবন সুন্দর আর সার্থক হোক। সব সময় সৎ থাকবে, সৎ ও ন্যায়ের পথে চলবে । মনে রাখবে, আমরা সৎ এবং সত্য-সুন্দর খ্রিস্টের পূজারি। সৎ জীবন-যাপনই প্রকৃত খ্রিস্টীয় জীবন। তাই খ্রিস্টান হিসেবে সততাই হোক আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র। সততা ও ন্যায় আপনাকে সব অন্যায় ও অপরাধ থেকে দূরে রাখবে॥

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত অংকিতা মণিকা গমেজ
জন্ম : ১৯ জুন ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অংকিতা তুমি অংকিতা আছো
স্বজন-বন্ধুর মাঝে
তোমার স্পর্শ সবখানেতেই
নিত্য সকাল-সাঁঝে।
নির্মল ছিলে মাগো তুমি
ছিলে চোখের মণি
আজো আছো সংসার জুড়ে
তোমার ছন্দের প্রতিধ্বনি।
কেনো এসেছিলে মাগো তুমি
ক্ষণিকের ধরাতলে
প্রেমের মায়ায় জড়িয়ে নিয়ে
কেনো চলে গেলে?

অংকিতা,

প্রবাহমান সময়ের স্রোতে দিন পেরিয়ে, মাস গড়িয়ে আজ চারটি বছর হয়ে গেল তোমার অনন্তলোক যাত্রার। আজ এই বিশেষ দিনে তোমায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা স্মরণ করি। তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি নিয়ে আমরা বেঁচে আছি।

আমরা বিশ্বাস করি, স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন একদিন ঈশ্বরের গৃহে তোমার সাথে আমরা মিলিত হতে পারি।

শোকাহত,
বাবা : পংকজ গমেজ
মা : রুমা গমেজ
বোন : রেনেসা গমেজ এবং রায়না গমেজ
দড়িপাড়া পজুর বাড়ি

বিজ্ঞ/৩০১/২২

৮ম মৃত্যু বার্ষিকী

"তুমি দিয়েছিলে,
তুমিই নিয়েছ প্রভু,
ধন্য তোমার নাম।
তোমারি পৃথিবী,
তোমারি স্বর্গ,
পুণ্য সকল ধাম।।"

প্রয়াত প্রভাত জেম্‌স গমেজ
জন্ম: ৭ আগস্ট, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২২ অক্টোবর, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: জয়রামবের, পো:অ: রাঙ্গামাটিয়া
থানা: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বাবা,

দেখতে দেখতে ৮টি বছর পার হয়ে গেল আমাদের ছেড়ে তুমি চলে গেছ স্বর্গীয় পিতার কাছে। বাবা, আমরা তোমাকে ভুলিনি আর ভুলতেও পারবোনা কোন দিন। তোমার স্নেহ, ভালবাসা, তোমার শূন্যতা আমরা অনুভব করি সর্বদাই। বাবা, তোমার অভাব প্রতিটি ক্ষণে আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি মূহুর্তে তোমাকে মনে পড়ে। আজ এই দিনে স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের বাবাকে চিরশান্তি ও শ্বাশত জীবন দান করেন। তুমি ছিলে অতি সৎ, নীতিবান, দয়ালু, অতিথিপরায়ন, মিশুক এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী একজন মানুষ।

আমরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করি, তুমি আছ পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চিরশান্তির ঐ স্বর্গধামে। বাবা, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ কর যেন আমরা খ্রিস্টীয় আদর্শে সঞ্জীবিত হয়ে সুখে, শান্তিতে ও সৎ ভাবে আমাদের মাকে নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-
আমাদের মা- জ্যোৎস্না গমেজ। ছেলে ও ছেলে বউ: রকি- স্নিগ্ধা, রাজু-মৌসুমী ও সাজু-স্নিগ্ধা মেয়ে ও মেয়ে জামাই : রনিতা-প্রদীপ, লাভলী-প্রশান্ত ও কবিতা-লরেন্স এবং আদরের নাতি-নাতনী ও আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/৩০০/২২

গৃহে শান্তি আনয়নের বার্তা: প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা

নোয়েল গমেজ

ষোড়শ শতাব্দীতে জপমালা প্রার্থনায় যুক্ত হয় একবার 'প্রভুর প্রার্থনা' তিনবার 'প্রণাম মারীয়া' এবং একবার 'ত্রিত্বের জয়'। এ অংশটি যুক্ত হয় প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্রের পর। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে জপমালা প্রার্থনাটি মণ্ডলী কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ অক্টোবর ছিল খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এই দিনে লেপান্তো নামক স্থানে অষ্ট্রিয়ার ডন জুয়ান তুর্কীদের বিরুদ্ধে নৌ-যুদ্ধে জয়লাভ করেন। অত:পর ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ পোপ পঞ্চম পিউস ঘোষণা দেন এ দিনটি (৭ অক্টোবর) যেন খ্রিস্টমণ্ডলীতে স্মরণীয় করে রাখা হয়। ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে ডমিনিকান সংঘের অনুরোধে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী অবিস্মরণীয় এই ৭ অক্টোবর দিনটিকে পরম পবিত্র জপমালার পর্বদিন রূপে পালন করার নির্দেশ দেন। নির্দেশটি দেওয়া হয়েছিল শুধুমাত্র সেই সব গির্জার জন্য, যেখানে পবিত্র জপমালার নিকট উৎসর্গীকৃত বেদী ছিল। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে পোপ দশম কেমেন্ট এ পর্বটি সমগ্র স্পেন দেশে পালনের নির্দেশ দেন। এর বেশ কিছু বছর পর ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট পোপ একাদশ কেমেন্ট নির্দেশ দেন যেন এ পর্বটি সারা বিশ্বে পালিত হয়। তখন থেকে আজও পর্যন্ত পরম পবিত্র জপমালার পর্বটি ৭ অক্টোবর তারিখে অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ উৎসব রূপে সমগ্র বিশ্বে পালিত হয়ে আসছে। নিয়মিত এই মালা প্রার্থনা করলে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সন্দেহ, ভুল বুঝাবুঝি, রেষারেষি, ঈর্ষা, কলহ কমবে। ৫০টি পুঁতি একত্রে করে সুতার মধ্যে গিট মেরে মালাতে পরিণত করা হতো, তারপরই মালার উদ্ভব ঘটে। প্রত্যেক মাসের প্রথম শনিবার যিশু ও মাতা মারীয়ার হৃদয়ের সম্মানে একত্রিত হবার দিন। "পবিত্র জপমালার রাণী আমাদের সবার মা।" অর্থাৎ বিশ্ব মানবের মা। মা মারীয়া করুণাময়ী, শক্তিময়ী, সন্ধিনিয়মের সিন্দুক, মমতাময়ী, সপ্তশোকের রাণী, শান্তির রাণী, জপমালার রাণী এমনি কত নামেই আমরা ডাকি। ফাতিমার রাণীর দর্শন দানের পর থেকে দেশে দেশে জপমালার প্রার্থনা অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে পর্তুগাল দেশের ফাতিমা নামক স্থানে লুসিয়া দস্ সান্তস্ ফ্রান্সিসকো মার্তা এবং জাসিন্তা মার্তোর নিকট মা মারীয়া ছয় বার দর্শন দেন। তখন চলছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দর্শনগুলোতে মা মারীয়ার প্রধান বার্তা ছিল: 'প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা কর যেন পাপের ক্ষতিপূরণ হয়'। মহাযুদ্ধ শেষ হয় এবং পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসে। শেষ দর্শনটি হয় ১৩ অক্টোবর। এ দিনেও তিনি বলেছেন: "লোকদের বল, তারা যেন প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা করে।" এই সময় থেকে পবিত্র জপমালা প্রার্থনার প্রতি খ্রিস্টভক্তদের ভক্তি দিন দিন বাড়তে থাকে। ফাদার প্যাট্রিক পেইটনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জপমালা প্রার্থনাটি খুবই জনপ্রিয় প্রার্থনা হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বহু দেশের কোটি কোটি খ্রিস্টভক্ত ফাদার প্যাট্রিকের প্রচার কাজে মুগ্ধ হয়েছিল এবং জপমালা প্রার্থনাকে পরিবারের দৈনিক প্রার্থনা রূপে গ্রহণ করেছিল। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা ঘরে ঘরে জপমালা প্রার্থনার প্রচলন অনেকাংশে বৃদ্ধি লাভ করে। তা ছাড়াও গির্জায়, সন্ন্যাসব্রতীদের গৃহে, সেমিনারীতে ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জপমালা প্রার্থনার ভক্তি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তেজগাঁও গির্জায় একবার একজন ফাদার খ্রিস্টযাগে উপদেশে বলেছিলেন, তিনটা বিষয় আমার কখনও ভুল হয় না। প্রথমত: ঘুম থেকে সকালে উঠে প্রার্থনা করা এবং খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা। দ্বিতীয়ত: প্রতিদিন পকেটে রোজারিমালা রাখা। তৃতীয়ত: সন্ধ্যায় জপমালা প্রার্থনা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, আমাদের পকেটে বা হাতে মালা নেই, অথচ স্মার্ট মোবাইল ঠিকই আছে। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা অনুসারে খ্রিস্টীয় পরিবারই হলো একটি "গৃহ-মণ্ডলী" যা স্থানীয় মণ্ডলীর ভিত্তি। এই "গৃহ-মণ্ডলী" খ্রিস্টীয় প্রেমে ও বিশ্বাসে যত সবল হবে, স্থানীয় মণ্ডলীর প্রেম ও বিশ্বাসের প্রকাশ এবং প্রেরণ-কর্ম ততই সবল ও ফলপ্রসূ হবে। তাই জগতে স্থানীয় মণ্ডলীর প্রেমময়, শান্তিময় ও ফলপ্রসূ উপস্থিতির জন্যে প্রার্থনাশীল খ্রিস্টীয় পরিবার একান্ত প্রয়োজন।

প্রার্থনাশীল পরিবার থেকেই জন্ম নেয় সৎ-ধার্মিক ব্যক্তি, সুবিবেচক নেতৃত্ব এবং এরূপ পরিবারেই যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের আহ্বান বৃদ্ধি পায়। পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা পরিবারের খাদ্য। প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবার এই খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করে, মা মারীয়া সর্বদা এটাই আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন। তাই আমাদের উচিত সর্বদা পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করা।

১৫ পৃষ্ঠার পর

গল্প-গুজপ করেন। আমিও একটু সময় পেলে তাদের মনের সুখ-দুঃখের কথা শুনি। তাদের অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কথাগুলো শুনে-শুনে আমি অনেক কিছু শিখে ফেলি। আচ্ছু-আম্বিদের সাথে আলাপকালীন তারা আমাকে প্রায়ই অভিযোগ করেন যে, তোমাদের বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা কেমন যেন; আমরা যারা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা আছি, আমাদের প্রতি তারা কিছুটা উদাসীনতা প্রদর্শন করে। সবাই মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আবার আফসোস করে বলেন, আচ্ছুরে, আমাদের নাতি-নাতনীরা যদি আমাদের সাথে সময় কাটাতো, তাহলে গল্পের ছলে আমরা তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিতে পারতাম। এতে, তারা বিভিন্ন বিপদ-আপদ ও সমস্যা থেকে মুক্তি পেতো। তারা জীবনে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কি করবো বলো, তারা আমাদের সময় না দেওয়ায় আমরা আমাদের হৃদয়ের দুঃখ-যন্ত্রণাগুলো কাউকে সহভাগিতা করতে পারি না। আর আমরাও একা-একা থেকে নিঃসঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছি। আমরা এখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হয়েছি বিধায় নাতি-নাতনীদের মতো তাদের পিতা-মাতারাও আমাদের তেমন মূল্য দেয় না। আমাদের ঠিকমতো সেবা-যত্নও করে না। আমাদের নিজেদের শক্তি-সামর্থ নেই বলে আমাদের কাছে কোন পরামর্শ বা উপদেশ নেয় না। যার কারণে তারা কোন কাজই ঠিকমতো করতে পারে না। বিবাহের কয়েক বছর পরেই তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ দেখা দেয়। দম্পতিদের সংসার ভেঙ্গে যাওয়াকে দেখলে আমার অনেক কষ্ট লাগে। আর সবচেয়ে হৃদয়বিদারক এটাই যে, যখন শুনি কোনো স্ত্রী তাদের দুই-এক বছরের ছেলে-মেয়েকে ফেলে রেখে বিধর্মী পুরুষের সাথে পলায়ন করে।

আচ্ছু-আম্বিরা এভাবে বলতে-বলতে একসময় কেঁদে ফেলেন। তাদের মনের হাজারো সেই কষ্টগুলো শুনে আমারও কেমন খারাপ লাগে। তাদেরকে কি বলে সান্ত্বনা দিবো সেই ভাষা খুঁজে পাই না। আমি শুধু তাদের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে অন্তরে অনুভব করি তাদের হৃদয়ের শত কোটি দুঃখ-বেদনার গল্পা॥

কৃতজ্ঞ হও–কৃতজ্ঞ থাক

পিটার প্রভঞ্জন কারিকর

মানুষের বেঁচে থাকাটা বিস্ময়কর। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় বেঁচে থাকা সৌভাগ্যও বটে। এই অবস্থানে বিদ্যমান থেকে নিজে নিজে বেঁচে থাকা দুরূহ ব্যাপার। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার দিলেও মূলত তিনিই আমাদের প্রতিদিন সুরক্ষা দিচ্ছেন। বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে অনেক প্রচেষ্টা চালাতে হয় তা সত্য হলেও আনন্দ ও কৃতজ্ঞ হৃদয় নিয়ে বেঁচে থাকতে ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ গুরুত্বপূর্ণ। মহান স্রষ্টাই আমাদের প্রতিদিন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, ভালোবাসা ও সুরক্ষা দান করছেন। এই আত্মোপলব্ধিটা প্রত্যেক মানুষের নিকট মহা মূল্যবান এবং ঈশ্বরের নিকট তা কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। বেঁচে থাকতে হয় প্রতিটা মুহূর্তের জন্য। তেমনি কৃতজ্ঞ থাকতে হয় প্রতিক্ষণে। জীবনের এই অবস্থানকে সুখকর বলা যেতে পারে। যার জীবনের বাঁকে বাঁকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না সে অসুখী এবং অপরিপক্কতায় মূল্যবোধহীন। যে কোন অবস্থানে সে নিজেই একটা সমস্যার আকর। সে নিজে যেমন অসুখী তেমনি তার সংস্পর্শে যাদের অবস্থান তারাও দুর্দশাগ্রস্ত।

উপকার স্বীকার করা হ'ল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হ'তে পারে কৃতজ্ঞতার ইন্ডিকেটর। দৃশ্যমান প্রতিদানই একমাত্র কৃতজ্ঞতা নয়। অন্তরের আনন্দ ও তৃপ্তি প্রকাশ করাও কৃতজ্ঞতা যা ভিতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়। প্রত্যেক স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে এই বোধটা বা অনুভূতি থাকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃতজ্ঞতার সাথে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সহানুভূতি জড়িত। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সহানুভূতি ছাড়া কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হয় না। কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। যদিও এই প্রতিদানের জন্য কেউ প্রত্যাশা করতে পারে না। তবুও অধিকাংশ মানুষের কৃতজ্ঞতার পিছনে বড় প্রতিদান পাওয়ার একটা গুপ্ত বাসনা থাকে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ক্ষমতা সহজেই অধিকাংশ মানুষের হয় না। অতিলোভী ও স্বার্থপর মানুষের কাছ থেকে তা প্রত্যাশা করা যায় না। যারা নির্লজ্জ স্বভাবের তাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধও কম হয়। যার মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধের অভাব থাকে সে মানুষ হিসাবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কৃতজ্ঞতাবোধ বা অনুকূল সুস্থ অনুভূতি যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে না তারা বর্বর, অসভ্য এবং পশুবৎ। হেন প্রকৃতির মানুষগুলোর মনোজগতে শান্তি বিরাজ করতে পারে না। ঈশ্বরীয় শান্তি ও পবিত্রতা এই ধরনের শুষ্ক মন ও পরিবেশে অনুপস্থিত থাকে। এখানে সমস্ত রকমের মন্দতা সংঘটিত হতে পারে এবং ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা এখানে ক্রন্দন করে। বন্দি ইস্রায়েলগণ মিশরে অত্যাচারিত হ'ত এবং তারা জোরে জোরে ক্রন্দন করত। তাদের ক্রন্দন সর্বশক্তিমান শুনেছিলেন এবং তাদের জন্য মুক্তি এনেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করতে পারেনি। আত্মিকভাবে বিমর্ষ, শুষ্ক ও মৃতপ্রায় মানুষের জন্য প্রভুও ক্রন্দন করেন। প্রভুর নিকট থেকে কৃতজ্ঞ মানুষ হওয়ার প্রার্থনা ও যাচ্না অব্যাহত রাখা বাঞ্ছনীয়।

কৃতজ্ঞতা মানুষের একটা অন্তর্নিহীত গুণ বিশেষ। এই অদৃশ্য মহৎ বিষয়টি মানুষের মধ্যে অনুপস্থিত থাকলে সে মানব সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায় না। অকৃতজ্ঞ মানুষকে পশুর আচরণের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। গ্রাম বাংলায় একটা উক্তি প্রচলিত আছে "গোবিন্দ পেট ভরলেই আনন্দ"। পেটে যে দানা প্রবেশ করান হয় সেগুলির উৎস কোথায় কিংবা কে দিল সে সম্পর্কে জানা মোটেও প্রয়োজন মনে করে না। এর জন্য ধন্যবাদ কিংবা কৃতজ্ঞতা কিংবা ন্যূনতম খুশীর অনুভূতি প্রকাশ করতে না পারা নিতান্ত স্বার্থান্ধতা, বোধহীনতা ও অসভ্যতা। উপকারির প্রতি উপকার গ্রহীতার আনন্দ অনুভূতি প্রকাশের মধ্যে যে মহৎ মানসিকতা এবং প্রশান্তি লাভ হয় তা থেকে বঞ্চিত হয়। দাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে সুসম্পর্ক দৃঢ় হয়। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে আত্মার সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। উভয়ের সুখানুভূতি মিলে স্বর্গসুখ রচিত হ'তে পারে। এতে মহান ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রশংসিত হয়। ঈশ্বর হন মহাগৌরবান্বিত। ঈশ্বরকে গৌরব দান করা মানুষের একটা স্বাভাবিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। উভয়ের সন্তুষ্টি মিলে রচিত হয় পবিত্র আনন্দ। মহান প্রভু এধরনের সুখকর অনুভূতি নিয়ে পৃথিবী করেছেন। পশু-পাখি এই জগতের একটা সাধারণ সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ প্রকৃতি জগতের উর্ধ্বে। মানুষ চিন্তা করতে পারে ও যুক্তি দেখাতে পারে। চিন্তা শক্তির কারণে মানুষ বহু আশ্চর্যজনক জিনিস যেমন-ঘড়ি, অনুবীক্ষণ যন্ত্র, বিভিন্ন ইঞ্জিন, যন্ত্র, টেলিভিশন, কম্পিউটার, মোবাইল ইত্যাদি অসংখ্য জিনিস আবিষ্কার করেছে। মানুষের দ্বারা রচিত হয়েছে বিশাল বইয়ের ভাণ্ডার, কাব্যগ্রন্থ, সংগীত আরো কত কি! এই আশ্চর্য দানটি দেওয়ার জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ করা মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। উপরন্ত মানুষকে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যমণি এবং শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দানও করেছেন। কিন্তু এই মানুষই মন্দ কামনা বাসনায় পড়ে নিজেদের কলুষিত করে চলেছে। আমরা সৃষ্টির আনন্দকে মুহ্যমান করে ফেলছি। আমরা চাইলে ঈশ্বরের মহানুভবতা উপলব্ধিপূর্বক তাঁর সাথে অবিরত যুক্ত থেকে পৃথিবীকে স্বর্গসুখে আচ্ছাদিত করে তুলতে পারি। আমাদের আন্তরিক ভক্তি এবং সুখকর অনুভূতি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মহা প্রত্যাশার বিষয়। আমরা তাঁর কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষমতা লাভের প্রার্থনা করতে পারি। কেননা একজন কৃতজ্ঞ মানুষের চেয়ে সম্মানজনক জিনিস আর কিছু হতে পারে না। কেউ যদি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু করে থাকেন তাকে সারা জীবন মনে রাখা আপনার দায়িত্ব। এই বিষয়টি আপনাকে বিনয়ী ও কৃতজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে বাঁচিয়ে রাখবে। পৃথিবীর নিদারুণ বাস্তবতা হ'ল কেউ আপনার উপকারের কথা মনে রাখবে না। আপনাকে কতদিন কতটা গুরুত্বসহকারে দেখবে যতদিন আপনি তার জন্য কিছু করবেন। এখানে যেন লেন-দেনটাই সবকিছু। অন্তর ও আন্তরিকতা নগণ্য এবং গৌণ। এত নির্মমতার পরেও আমাদের হাসিমুখে কথা বলা, রাগটা দমন করা, অন্যের নিকট থেকে প্রত্যাবর্তন ও প্রত্যাশা কমিয়ে ফেলার দারুণ একটা ত্যাগের মানসিকতার পরিচয়। মনে রাখা দরকার যে, হীনবুদ্ধিগণ কৃতজ্ঞতা পাবার প্রত্যাশা করে। তাই অহংকারকে মনে ভিড়তেই দিবেন না। অকৃতজ্ঞতা হচ্ছে অহংকারের অন্যতম সহচর। কারো জন্য কিছু করলে তা নিমেষেই ভুলে যান নতুবা তা আপনাকে অহংকারী করে তুলতে পারে। পবিত্র বাইবেল থেকে আমাদের জন্য অনুকরণীয় শিক্ষা হ'ল কোন কিছু দান করার সময় আমাদের বাম হাত যেন টের না পায়। অর্থাৎ কোন ধরনের প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই দান করা কিংবা কোন মানুষের উপকার করার বিনিময়ে উপকার পাবার আকাঙ্ক্ষা করা খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী। বরং কোন দৃশ্যমান কিংবা অদৃশ্যমান উপকার পেলে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষ হিসাবে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। আবার ঈশ্বর থেকে সহযোগিতা না আসলে দীর্ঘক্ষণ ধৈর্য ধারণ করাও কৃতজ্ঞতার সামিল। আমাদের জীবন সব সময় প্রতিকূলতার মধ্যে। অথচ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ আমরা সুরক্ষা পাচ্ছি। দিন শেষে রাত্রি বেলা ঘুমাতে পারছি, প্রাণ ভরে নির্মল আলো বাতাস গ্রহণ করতে পারছি। এই সব কিছুর জন্য প্রতিদিন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা; মানুষ হিসাবে আমাদের বিরাট অথচ অবশ্য কর্তব্য। প্রেমময় প্রভু ঈশ্বর আমাদের জন্যই পৃথিবীটা ফুলে-ফলে, বৃক্ষরাজিতে, পশু-পাখি, পাহাড়-পর্বত, আলো-বাতস দিয়ে সুসজ্জিত রেখেছেন। প্রকৃতির এই বিশালতাকে অনুভব করা সুস্থ মানুষের জন্য প্রভুর এক অপরিমেয় আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদের ভাগীদার হতে পারি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্যদিয়ে। তিনি এই পৃথিবীকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে তৈরী করেছেন, যা আমাদের সব চাহিদাকে মেটাতে পারে। এই পৃথিবীকে ঠিক আমাদের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন যেন মানুষ পূর্ণ মাত্রায় জীবনকে উপভোগ করতে সক্ষম হয়। তিনি সর্বদা আমাদের প্রয়োজন ও ইচ্ছাকে পরিতৃপ্ত করে থাকেন। (গীতসংহীতা ১৪৫: ১৬) জ্ঞানী সলোমন বলেছেন " তুমিই আপন হস্ত মুক্ত করিয়া থাক, সমুদয় প্রাণীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাক।"

যারা মানুষের কাছ থেকে উপকার পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ। স্বার্থপর এবং অজ্ঞ মানুষগুলো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করে। এদের জীবনে পূর্ণ পরিপক্কতা আসে না। প্রকৃত সুখ, সুস্থতা, পরিতৃপ্তিতা এবং আনন্দ এরা উপভোগ করতে সক্ষম নয়। একজন মানুষ যত প্রকারের দোষে দোষী হতে পারে তার সবগুলিকে এক বাক্যে বলা যায় যে, সে অকৃতজ্ঞ। আমাদের ছেলে-মেয়েদের বাল্যকাল থেকেই কৃতজ্ঞতার মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য তাদের জীবনে ছোট ছোট পুরস্কার

প্রাপ্তি, অন্যের সহযোগিতামূলক কাজের পর ধন্যবাদ প্রদানের অভ্যাসের মধ্যদিয়ে কৃতজ্ঞতার শিক্ষায় অভ্যস্ত করে তুলতে পারি। পাশাপাশি ঈশ্বর ও তাঁর বাক্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠার প্রেরণা ও প্রেষণার মধ্যদিয়ে সুস্থ অভ্যাস গঠনে নিবিড় সহযোগিতা করতে পারি। যেন তারা যিশুখ্রিস্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বেড়ে ওঠে। কেননা অকৃতজ্ঞ সন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার চেয়ে দুঃখজনক আর কিছু নাই। আমরা কখনও ঈশ্বরকে ছাড়া পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দে টিকে থাকতে পারি না। ফলশ্রুতিতে আমাদের অস্থির মন এবং মন্দ চিন্তা আমাদেরকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে নেয়। সময়ের চলমান প্রবাহ প্রমাণ করছে যে, মানুষ ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্তও নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অথচ সেই আমরা অনেকেই তাঁকে ছাড়াই জীবন যাপন করতে চেষ্টা করি। আর এভাবে চলতে গিয়ে দুর্বিসহ যন্ত্রণা আর আত্মগ্লানির মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকি। তখন নিরানন্দে জীবনটা শেষ করে ফেলার প্ররোচনায় পড়ি। আত্মসংযম ছাড়া আত্মিক ভাবে সজাগ থাকতে পারি না। আমাদের জীবনের সমস্ত সময় এবং প্রতিটি বিষয় যেমন আয়-উন্নতি, জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা, দুঃখ-বেদনা এবং সুখ ও আনন্দ সব কিছুই প্রভুর কাছে রাখার অভ্যাস গঠন খুব গুরুত্বপূর্ণ। *(লুক ১৮: ১)* অনুসারে আমাদের সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত, নিরুৎসাহিত হওয়া উচিত নয়। সর্বদা প্রার্থনা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার কথা বলে। প্রার্থনার এই মনোভাবের সাথে খ্রিস্টের প্রতি আমাদের জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করার নিমিত্ত ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা বজায় রাখা প্রমাণ করে থাকে। আমাদের জীবনে অনেক ক্ষেত্রে নানান দুঃখ-কষ্ট আসে। এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত দাস ইয়োব বলেছেন, এই দুঃখ-কষ্ট হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের শাসন যা দিয়ে আত্মাকে উদ্দীপ্ত করা যায় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। জীবনের দুঃখ-কষ্ট সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কোন ভণ্ডামী নয়। প্রেরিত পিতর বলেছেন যে বিশ্বাসীদের নিজেদেরকে ঈশ্বরের সাক্ষাতে নত করা উচিৎ। প্রেরিত পলও পরামর্শ দিয়েছেন যেন আমরা আমাদের সব ভাবনা চিন্তা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসি। মনে রাখা দরকার যে ধার্মিকদের দুঃখ-কষ্টের একটা অর্থ ও ঐশরিক উদ্দেশ্য থাকে। অধিকাংশ মানুষই উপলব্ধি করতে পারে না যে, সর্বশক্তিমান বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। স্বপ্ন এবং দর্শন হল একটা উপায়। আবার তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্যের মাধ্যমে অর্থাৎ রোগ-বালাই ও অসুস্থতার সময়ও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। যোগাযোগের এই উদ্দেশ্য হল আমাদের মন্দতা থেকে ফিরানো ও আমাদেরকে অহংকার থেকে মুক্ত রাখা। তিনি কেবল আমাদের দুঃখ-কষ্ট নয় কিন্তু অন্যান্য সব মানবিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। সর্বোপরি তিনি তাঁর মহা অনুগ্রহ দান করেন যেন আমরা পরিত্রাণ এবং মুক্তি লাভ করি। সুতরাং আমাদের একটা কৃতজ্ঞতার হৃদয় গঠন করা মহা চ্যালেঞ্জের বিষয়। জাগতিক জীবনেও কৃতজ্ঞতার চর্চা করা সুখী ও শান্তিতে থাকার একটা চমৎকার উপায়।

কৃতজ্ঞতার চিত্ত নিয়ে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রেম প্রদর্শন ও তাঁর কার্য সকল ধ্যান করা যা আমাদেরকে বিমল আনন্দ দান এবং আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। যারা সরলভাবে ও স্থিরচিত্তে তাঁকে ডাকতে পারে ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত তাদের কাছে এসে তাঁর উপস্থিতি, সান্ত্বনা ও তাঁর বাক্য দিয়ে উত্তর দেন। আমাদের জীবনের ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারা মহা কৃতজ্ঞতা বৈকি। তাই আমাদের অবশ্য করণীয় নত-নম্র ও নীরব হয়ে অসীম ও অনন্ত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতায় তৃপ্তির স্বাদ আস্বাদন করা। কৃতজ্ঞবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রতি নির্ভরতা, আকণ্ঠ বিশ্বাস আনয়ন, নিজের কাছে নিজে সৎ থাকা অর্থাৎ আত্মিক সততায় জীবনে সর্ববিধ প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞ মানুষরূপে অন্যদের নিকট ও ঈশ্বরের নিকট দায়বদ্ধ থাকা বড় তৃপ্তিদায়ক॥

মহাপ্রয়াণের ১৬তম বার্ষিকী

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম"

প্রয়াত জন ভিনসেন্ট গমেজ

জন্ম: ৭ নভেম্বর ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৭ অক্টোবর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রাণপ্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই বেদনা বিধুর ১৭ অক্টোবর। যেদিন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ পরম পিতার কাছে। বাবা মনে হয় এখনও তুমি আছ আমাদের সঙ্গে পথ চলছে। তোমার সেই কণ্ঠ, হাসি, আদরের ডাক এখনো আমাদের হৃদয়ে বাজে। তুমি আছ আমাদের হৃদয়ে। তুমি ছিলে সদা হাস্য, অতিথি পরায়ণ, প্রার্থনাশীল, বিনম্র ও সরল অধিকারী। তোমার আদর্শ ছিল প্রতিটি মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা। দীন দরিদ্রের প্রতি গভীর আন্তরিকতাবোধ যা কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না। তোমার শূণ্যতা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি।

বর্তমান বাস্তবতা বলে দেয় তুমি আছ স্বর্গীয় পিতার সান্নিধ্যে। বাবা তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করো, আমরা যেন খ্রিস্টীয় ভালবাসা মিলে মিশে জীবনযাপন করতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত জীবন দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী: শেফালী রড্রিক্স

ছেলে ও ছেলে বউ: শংকর ও অনিমা গমেজ

আদরের নাতি: স্নিগ্ধ জন গমেজ

মেয়ে: শান্তি, চন্দ্রা ও সিস্টার মারীস্টেল্লা এসএমআরএ

বিপ্র/৩০৪/২২

নেতাগিরী: শুরু আর শেষ

স্ট্যানিসলাস সোহেল রোজারিও

কোন এক সপ্তাহে কালীগঞ্জ গিয়েছিলাম পারিবারিক জমি-জমার কাজে, ফেরার পথে গাড়ীচালক মীরেরবাজারের পথ পরিহার করে পানজোড়া দিয়ে ৩০০ ফুট পূর্বাচলের রাস্তা দিয়ে আসতে চাইলো, আমি না করলাম না। আমার সায় পেয়ে মনের আনন্দে গাড়ী চালাচ্ছে চালক। পথে নানা রং এর সাইনবোর্ড, পোস্টার, ফেস্টুন দেখতে লাগলাম। কতো ভাইয়ের কতো পরিচিতি। জাতির জনক এবং সরকার প্রধানের ছবির সাইজ ছোট করে নিজের ছবিটাকে কতো বড় করে দেখানো যায়, তার নিরন্তর চেষ্টা। ভালোই লাগলো, পিভিসি প্রিন্ট না থাকলে কিসের সাইনবোর্ড কিসেরইবা নিজেকে প্রচার করার বোর্ড; সবই ব্যর্থ হতো। হঠাৎ পথে সমীরদার সাথে দেখা, ঢাকা আসবে, লোকাল গাড়ীর জন্য কাঞ্চন ব্রিজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অগত্যা গাড়ী থামিয়ে সমীরদাকে গাড়ীতে উঠিয়ে রওনা দিলাম।

পথে অনেক কথার ফাঁকে সমীরদা বিভিন্ন কারণে নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করলো। এক সময়কার তুখোর ছাত্রনেতা, যুব নেতা, সমবায় নেতা কি করে নিরব হয়ে গেলো তা আমি মনোযোগ সহকারে শুনতে চেষ্টা করলাম। ছোটবেলায় আমি আর সমীরদা এক ক্লাশে প্রাইমারী শুরু করেছি। সেই সময় এসএমআরএ সিস্টারগণ আমাদের নানাবিধ শিক্ষার পাশাপাশি শিশুমঙ্গল সমিতিতে নাম দিয়ে দলপতি/দলনেতা তৈরী করে দিতো। গির্জায় সেবক হওয়া, গির্জা পরিষ্কার, ছোট ছোট কাজগুলো করতে আমাদের সাথে অনেকেই ছিলো কিন্তু এগিয়ে আসতো না। মা'র বকুনি, বাবার শাসন অথবা ঠাকুর্মার কারণে অনেকেই তখন এই কাজ গুলো করতে এগিয়ে না আসায় বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমরা শিশুমঙ্গল সমিতি থেকে ওয়াইসিএস এর সাথে জড়িয়ে পড়ি। বিভিন্ন জায়গায় সভা-সেমিনার, কর্মশালায় যোগ দেই। এমনকি রাতে থাকতে হয় এধরনের অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করি। এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর পোস্ট এসএসসি কোর্স সম্পন্ন করি পাশাপাশি গ্রামের যুব সংগঠনের দায়িত্ব নেই। পরবর্তীতে কলেজে পড়ার সময় মিশনের যুব সমিতির নেতৃত্ব দেই। ঈশ্বরের আশীর্বাদে কলেজে পড়ার সময় বিভিন্ন ক্লাবে জড়িত হই, এমনকি বিসিএসএম মুভমেন্টে জড়িয়ে পড়ি। জীবন চলার পথে তোমার বৌদিকে এই সংগঠন থেকেই পছন্দ করি। এভাবেই ভালো কাটছিলো আমার জীবন। লেখাপড়ার পাঠ চুকিয়ে স্থানীয় স্কুলে নিজেকে শিক্ষকতা পেশায় নিবেদন করি। তোমার বৌদিও স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে নিজেকে শিক্ষকতা পেশায় নিবেদন করে। সুন্দর চলছিলাম আমরা।

গির্জায় যেতাম প্রতি রবিবারে। তোমার বৌদি গান চালাতো আমি কখনো বাইবেল পাঠ অথবা কখনো দান উঠানো যেদিন যেভাবে পারতাম সাহায্য করতাম উপাসনালয়ে। স্থানীয় পাল পুরোহিত, আমাদের অনেক ভালবাসতো। একদিন ফাদার প্যারিশ কাউন্সিলে আমাকে কো-অপট্ করে নিয়ে বিশেষ দায়িত্ব দিলেন। আমি বিশেষ দায়িত্ব পালন করছিলাম আনন্দ মনেই। বলতে দ্বিধা নেই, বিশেষ দায়িত্বটি ছিলো বিবাহ উপযোগী ছেলে-মেয়েদের বিবাহ প্রস্তুতি ক্লাশ নেয়া। ভালোই লাগছিলো। মজাও করা যেতো অনেক।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ফাদার একটি ক্রেডিট ইউনিয়ন গঠনের কথা চিন্তা করে আমাকে প্রশিক্ষণে পাঠালেন। কিন্তু বিধিবাম, প্রশিক্ষণ শেষে ফাদার আমাকে সভাপতি করে একটি কমিটি করে দিলেন, অরেজিস্ট্রিকৃত সমবায় সংগঠন চালানোর জন্য; কয়েকমাস অনেক পরিশ্রম করে ফাদারের সহায়তায় তার দেয়া নাম "মানবসেবা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" ভালোই এগিয়ে যাচ্ছিলো। বার্ষিক সাধারণ সভা করে সদস্য/সদস্যাদের পরামর্শে সরকারের নিবন্ধন নিয়ে সদস্য বৃদ্ধি, মূলধন বৃদ্ধি করে প্যারিশের, মানুষের জীবন-মান সহ নানবিধ কর্মকাণ্ডে বহুল পরিচিতি পেলো আমাদের সমবায় সংগঠনটি। এত ভালোর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ খবরটি এলো পুরোহিতের বিদায়/ট্রান্সফার। আমার মতো অনেকের কাছে খবরটি ভালো লাগেনি। তারপরেও পুরোহিতকে তার কর্মস্থল ত্যাগ করতে হলো।

যথাসময়ে সমিতির উপবিধি ও সমবায় সমিতি আইন মোতাবেক আমাদের সমিতির নির্বাচন দিতে হলো। আইন অনুসারে আমার টার্ম তখনো শেষ হয়নি। স্থানীয় বুলু মাতবর অনেক দিনের ইচ্ছা সমিতিতে নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু পাড়ার শিক্ষিত ছেলের দল কিছুতেই বুলু মাতবরকে মানতে রাজী না। আমাকে দায়িত্ব দিলো বুলু মাতবরকে বুঝাতে; অগত্যা আমি চেষ্টা করলাম, নূতন পুরোহিত চেষ্টা করলেন, কিছুতেই তিনি মানতে রাজী না। অগত্যা নির্ধারিত সময়ে নির্বাচনের তফসিল দিলে প্রার্থীতা নিশ্চিত করে ভোট হলো। নির্বাচনে যুবশক্তির জয় হলো। আর সেই দিন থেকে আমার বিরুদ্ধে বুলু মাতবর আমাকে শত্রু বানিয়ে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে বক্তব্য দিলো। এমনকি আমার, আমার বাবা-মা, স্ত্রী সহ পিসি-মাসীদের সম্পর্কে নানা কটুকথা দিয়ে ভরে দিলো পুরো এলাকা।

একটু বিরতি দিয়ে সমীরদা আবার বলতে লাগলো, 'এরপরেও ভাই, বলো ভালো থাকা যায়? সারা জীবন সংগঠন করে নেতৃত্ব দিয়ে এই বয়সে এসে মানুষের জন্য কাজ করে কটুকথা! ভালো লাগেনা! সত্যিই ভালো লাগেনা তাই নিজেকে গোছানোর চেষ্টা করছি। অনেকতো হলো, সংগঠন, সমিতি আর কতো! নিজের খেয়ে-পড়ে এতোটা সময় পরিবারকে দিলে পরিবার আরো ভালো করতো ভাই! কি করতো না?

আমি সমীরদাকে বুঝানোর চেষ্টা করলাম, সবাই সরে গেলে এই সমাজটাকে কে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কে ধরবে হাল, কারা চালাবে আমাদের? আমি নিজে সরে গেলেও সমাজটাতো সরে যাবেনা। এতোগুলো মানুষের সমবায় সংগঠন "মানবসেবা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" শুধুমাত্র একজন/দুইজনের জন্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে, সবাই নির্বাচন করতে চাইলেও তাদেরকে বুঝাতে হবে। সময় সব সময় পক্ষে থাকেনা, তবে সুযোগ করে নিতে হয়। আমাদের নেতৃত্বে আমাদেরকেই বাছাই করতে হবে, যোগ্য লোককেই নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে।

কাকলী'র ট্রাফিক জ্যামে অপেক্ষা করতে করতে আমাদের গাড়ী পার হবার সুযোগ এলো, অন্যদিকে সমীরদা ক্যান্টনম্যান্ট এলাকার গাড়ীতে উঠলেন কাফরুলে দিদি'র বাসায় যাবেন বলে। আমি আর ড্রাইভার এবার মহাখালী উড়ালসেতু হয়ে ফার্মগেটের বাসায় দিকে ছুটলাম। সাথে ছুটে চললো নেতাগিরীর যতো কথা।

ভুল সংশোধন

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৩৭ সংখ্যার ১৭ নম্বর পৃষ্ঠায় বিপ্র: নম্বর ২৯৭/২২ বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ ১১৮ নভেম্বর ২০২২ এর পরিবর্তে **"১৮ নভেম্বর ২০২২"** হবে। এছাড়াও ৩১ সংখ্যার ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় প্রথম কলামের ৪র্থ অনুচ্ছেদে- (২০০৯ খ্রিস্টাব্দে মাকে, ২০১১ খ্রিস্টাব্দে বাবাকে) এর স্থলে **"যখন আমার বয়স ০৯ তখন মাকে এবং ১১ বছর বয়সে বাবাকে হারিয়েছি"** হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

-সম্পাদক

আচ্ছু-আম্বিদের কথা

ডিকন মানুয়েল চাম্বুগং

একটি শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য পিতা-মাতাদের পাশাপাশি পরিবারে আচ্ছু-আম্বিদের (দাদা-দাদু বা নানা-নানীদের) ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আচ্ছু-আম্বিদের আদর-সোহাগের ছায়াতলে যে ছেলে-মেয়েরা বেড়ে ওঠে, তারা অনেক কিছুই শিখতে পারে। অভিজ্ঞ আলোর দিশারী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে তারা বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এর জন্য দরকার আচ্ছু-আম্বিদের ও নাতি-নাতনীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। ফলে, খেলার ছলে হাসি-আনন্দে তারা আচ্ছু-আম্বিদের কাছ থেকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমার বেড়ে ওঠাটা একটু ভিন্ন। ছোটবেলায় আচ্ছু-আম্বিদের আদর-স্নেহ ভালোবাসা আমি কম পেয়েছি। কেননা আমার জন্মের অনেক আগেই নানা-নানী, দাদী পরপারে চলে যান। একটু-একটু করে মা-বাবা-মামা বলতে-বলতে আমি যখন কিছুটা বুঝতে শিখলাম, তখন একদিন হঠাৎ করে পিসির বাড়ি থেকে আচ্ছু (দাদু) আমাদের বাড়িতে আসেন। এটাই ছিলো আচ্ছুর মৃত্যুর আগে প্রথম ও শেষবারের মতো আমাদের বাড়িতে আসা। আমাদের বাড়িতে কিছুদিন থাকাকালীন ওষুধ খাওয়ার জন্য পানি দিয়ে এবং তার সঙ্গ দিয়ে তাকে সেবা করার সুযোগ হয়েছিল আমার। এই কারণে আচ্ছু আমাকে পছন্দ করতেন ও অনেক ভালোবাসতেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলতেন, আচ্ছু দেখবি তুই একদিন বড় হবি। হ্যাঁ সত্যিই, আজ বলতে হয়, আচ্ছুর সেই আশীর্বাদ ও প্রার্থনার ফলেই আমি আজ ডিকন হতে পেরেছি। আশা করি, ঈশ্বরের কৃপায় যাজক হয়ে একদিন ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারবো।

আমাদের বাড়ি থেকে পিসির বাড়িতে যাওয়ার কিছুদিন পরই আমার সেই আচ্ছু না ফেরার দেশে গমন করেন। মারা যাওয়ার আগে আচ্ছু না-কি আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন। বার-বার আমার নাম ধরে ডাকছিলেন। কিন্তু কষ্টের কথা হলো পিসির বাড়ি আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে হওয়ায় ও আমি ছোট ছিলাম বলে বাবা আমাকে সঙ্গে নেননি। এটাই সবচেয়ে কষ্ট কষ্ট হয়, যে আচ্ছু আমাকে ভালোবাসতেন, আদর করতেন, মৃত্যুর আগে সেই আচ্ছুকে শেষবারের মতো আমি দেখতে পাইনি; তার কবরে মাটি দিতে পারিনি। নিয়তির খেলায় আচ্ছু-আম্বিদের ছোটবেলায় হারিয়ে তাদের কাছ থেকে আদর, স্নেহ-ভালোবাসা-আশীর্বাদ কম পেয়েছি ঠিকই, তবে আনন্দের কথা হলো, যে ধর্মপল্লীতে আমি ডিকনের মিনিস্ট্রি অভিজ্ঞতা লাভ করছি; সেই ধাইরপাড়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত হাজংপাড়া গ্রামে আমার আচ্ছুর ছোটভাই আছে বলে গারো সমাজের রীতি অনুসারে সে যে মাহারী বিয়ে করেছে, ঐ মাহারীর সকল প্রবীণেরা আমাকে নাতি বলে ডাকেন এবং তারা আমাকে অনেক স্নেহ করেন। নিজের নাতির মতোই আমাকে ভালোবাসেন। প্রাণ খুলে তারা আমার সাথে

১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

জলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

[illegible]

তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা "জলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" এর সকল সম্মানিত সদস্য/সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ রোজ শুক্রবার জলপুর [illegible] সেন্টারে সকাল ১০টা সময় অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের "৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা" অনুষ্ঠিত হবে।

অতএব, সম্মানিত সদস্য/সদস্যাবৃন্দ উপরোক্ত নির্দিষ্ট তারিখে যথাসময়ে ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আপনাদের মূল্যবান পরামর্শ, সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করে বার্ষিক সাধারণ সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

[illegible] — চেয়ারম্যান, জলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

[illegible] — সেক্রেটারি, জলপুর খ্রীষ্টিয়ান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

(ক) কোন সদস্যের নিকট সমিতির চাঁদা বা শেয়ার বা সঞ্চয় [illegible] অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকিলে উহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য ভোটের অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না (সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ধারা ৩৭)।

(খ) প্রত্যেক সদস্যকে ১৮ নভেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে ৯:৪৫ মিনিটের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত হয়ে হাজিরা বহিতে স্বাক্ষর করতঃ খাদ্য কুপন ও লটারী কুপন সংগ্রহ করতে হবে। খাবার পরিবেশন করা হবে দুপুর ১টা হতে দুপুর ২:৩০ মিনিট পর্যন্ত।

বিপ্র/৩০২/২২

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

[illegible]

নোটিশ প্রদানের তারিখঃ অক্টোবর ১৬, ২০২২ খ্রিঃ

৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

তারিখঃ নভেম্বর ১২, ২০২২ খ্রিঃ রোজ শনিবার

সময় : সকাল ৯:৩০ মিনিট

স্থানঃ শহীদ কাদার ইত্তাল স্মৃতি মিলনায়তন।

গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড-এর সম্মানিত সদস্যগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী নভেম্বর ১২, ২০২২ খ্রিঃ রোজ শনিবার সকাল ৯:৩০ মিনিটে গোল্লা ধর্মপল্লীর শহীদ কাদার ইত্তাল স্মৃতি মিলনায়তনে সমিতির ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সমিতির সকল সম্মানিত সদস্যগণকে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাস্থ্য বিধি মেনে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সভার কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে

[illegible] — চেয়ারম্যান, গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

[illegible] — সেক্রেটারী, গোল্লা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিপ্র/৩০৩/২২

স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ পিসিপিএ

মার্টিন সৌরভ গমেজ

বিশ্ব পরিমণ্ডলে প্রভুর সেবায় এবং আমাদের মানব সেবায় নিয়োজিত অসংখ্য সম্প্রদায়ের মিশনারীগণ রয়েছেন। সম্প্রদায় ভিত্তিতে তাদের সেবা কাজগুলোও ভিন্নতর। এমনই একটি সম্প্রদায় হলো বন্দী সমাজ বা মনেস্টারি সম্প্রদায়, এই সম্প্রদায়টি অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত নয়, এই মনেস্টারি বা বন্দি সমাজ সম্প্রদায়ের এক সাহসী মিশনারী ছিলেন সিস্টার জেভিয়ার গমেজ। ২৫ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পৃথিবীর মোহমায়া ত্যাগ করে চিরনিদ্রায় শায়িত হন। এ বছর তার প্রথম প্রয়াণ দিবস ২৫ আগস্ট। এই সাহসী মিশনারীর জন্ম নবাবগঞ্জের বক্সনগর গ্রামের নতুন বাড়ি বা ডেবরা বাড়ি নামে পরিচিত পিতা মন্তি পিটার গমেজ ও মাতা আন্তনিয়া গমেজের ছোট সন্তান সিস্টার জেভিয়ার গমেজ। তার পিতা-মাতার দেয়া নাম ছিল আগ্নেস। ছোট বেলা থেকেই তার সিস্টার হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল, তার মন টানতো ক্ষুদ্রপুষ্প তেরেজার মতো বন্ধি সমাজে, যেখানে দিবানিশি প্রভু যিশুর আরাধনা করতে পারবে। তার বাবা-মা ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণ, সেখান থেকেই তার আহ্বান সৃষ্টি হয়। প্রতিদিনই তারা সুন্দর একটি বেদী তৈরি করে সকাল-সন্ধ্যা প্রভুর আরাধনা করতেন। পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে তার লেখাপড়ার খরচ তার কাকা ফাদার আন্তনী সাহায্য করতেন। এরপর এসএসসি পাশ করার পর সিস্টার হওয়ার বাসনা পূরণ করার জন্য নিজ মিশনে কর্মরত RNDM সিস্টারদের দেখে চট্টগ্রামের পাথ রঘাটায় RNDM হাউসে যোগ দেন। কিন্তু সেটাতো তার স্বপ্নের আরাধনা সাক্রামেন্টের আবদ্ধ সমাজ নয়, তবুও সেখানে তার দিনগুলি ভালই কাটছিল, সবার ভালোবাসা ও আশীর্বাদ নিয়ে সে সেখানে একজন জুনিয়র সিস্টার হয়ে উঠেন।

RNDM সম্প্রদায় সিস্টার হয়েও তার স্বপ্নের ও কল্পনার সম্প্রদায়টি তখনও তিনি খুঁজে বেড়াতেন। অবশেষে তার সেই সম্প্রদায়ের সন্ধান তিনি খুঁজে পেলেন, কেননা তার গ্রাম থেকে ৩ বোন সেই সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছেন। তারপর তিনি একদিন স্থির করলেন তিনিও সেখানে চলে যাবেন, অনেকেই তাকে ভয় দেখাতে লাগলো। তারা বললো, তুমি সেখানে থাকতে পারবে না, সেখানে অন্ধকার ঘর, কত কঠিন নিয়ম-কানুন ইত্যাদি। সে বুকে সাহস নিয়ে একদিন তার মনের ইচ্ছাটা বিশপ যোয়াকিমের কাছে প্রকাশ করলেন, বিশপ তার কথা শুনে তাকে সমর্থন করলেন, কেননা মনেস্টারি সম্প্রদায়ে খুব কম মেয়েরাই ইচ্ছা প্রকাশ করে সেখানে যেতে, তাই বিশপ তার বিশ্বাসপূর্ণ সাহসিকতা দেখে খুশি হয়ে তাকে

সিস্টার মেরী জেভিয়ার গমেজ পিসিপিএ

মনেষ্টারি সম্প্রদায়ে আসতে সাহায্য করলেন। তারপর RNDM এর মাদারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মনেষ্টারির সাথে যোগদান করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি। সেখানে এসে তার মনে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। সুতরাং পিতা ঈশ্বরের দয়া যে কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষ পর্যন্ত সিস্টার জেভিয়ারকে তার মধুময় গৃহে নিয়ে আসলেন তা সত্যিই চমকপ্রদ একটা গল্পের মত।

তিনি সিস্টার হয়ে বলেন, এখন আমার আর কোন অভাব নেই, আপণ্ডিও নেই, মনেষ্টারিই যেন আমার সবচেয়ে প্রিয় বাড়ি, তিনি আরও বলতেন এই কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যেও সে খুব আনন্দ পায় সেখানে থাকতে। অনেকে আমপট্টি নামেও এই সম্প্রদায়টিকে চিনেন। কেননা প্রথম পুরাতন ঢাকার আমপট্টিতে এই সম্প্রদায়টি আসেন, পরে কিছু সমস্যার কারণে সেই আশ্রমটি ছেড়ে ময়মনসিংহে বিশপ ভবনের খুব কাছেই তারা আশ্রম করেন, আহ্বান প্রসারের কারণে দিনাজপুরেও ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তাদের আরেকটি নতুন আশ্রম চালু করে সেবাকাজ শুরু করেন। সম্প্রদায়টির নিয়ম কানুন একটু কঠিন। তারা তাদের আশ্রম থেকে বাহিরে যেতে পারেন না, শুধু মাত্র বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া। তথাপি নিত্য প্রয়োজনীয় কাজের জন্য দুইজন সিস্টার বাহিরে কাজ করেন বাকিরা পালাক্রমে ২৪ ঘন্টা সাক্রামেন্তের আরাধনা করেন, আড়াল থেকে কাজ করলেও সমাজে তাদের স্থান অদ্বিতীয় খ্রিস্টের দেহ রক্ত যা আমরা খ্রিস্টজাগে গ্রহণ করি সেই খ্রিস্টপ্রসাদ এবং দ্রাক্ষারস এই সিস্টারদের পুণ্য হাতে তৈরি হয়। এছাড়াও ফাদারদের পোশাক, বেদীর কাপড়, জপমালা, মোমবাতি, বড়দিনের কার্ড ইত্যাদি তৈরির কাজ করে থাকেন তারা। তাদের সম্প্রদায়ের ফাদার ও ব্রাদার আছেন (ফ্রান্সিসকান) সিস্টারদের চ্যাপেলে তারা খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। সিস্টাররা সেখানে অংশগ্রহণ করেন। কঠোর এই সম্প্রদায়ে খুব কম মানুষই এই পথ বেছে নেন। দিন দিন এই সম্প্রদায়ের সিস্টারদের আহ্বান কমে যাচ্ছে। গর্বের কথা, গোটা আঠারোগ্রাম থেকে শুধুমাত্র এই ক্ষুদ্র বক্সনগরের ৫ জন সন্তান মনেষ্টারি সিস্টার হয়েছেন।

যারা কষ্টের এই জীবন বেছে নিয়েছেন তাদের মধ্যে সিস্টার জেভিয়ার একজন। তার বোন মাদার জিতা তিনিও একজন মনেষ্টারি সিস্টার। সিস্টার জেভিয়ার দীর্ঘ ৫০ বছর পরে বাহিরে বের হওয়ার জন্য ১ সপ্তাহ ছুটি পান। সেই সময়ে তিনি বক্সনগরের ভূঁইয়াবাড়ি আসেন (২০১৮) গ্রামের মানুষদের সাথে সামিল হতে। তিনিই বক্সনগর তথা আঠারোগ্রামের শেষ মনেষ্টারি সিস্টার ছিলেন। মনেস্টারিতে আমরা যতবার গিয়েছি তার এবং সকল সিস্টারদের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। অনেক ভালো মনের একজন মানুষ ছিলেন সিস্টার জেভিয়ার। আমাদের জন্য অনেক প্রার্থনা করেছেন তিনি, প্রতিবছর বড়দিনে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাতে কখনো ভুলতেন না। মৃত্যুর আগেও তিনি আমাদের জন্য অনেক মুল্যবান কিছু রেখে গিয়েছেন যা সব সময় স্মৃতিতে অম্লান হয়ে থাকবে। তিনি বেঁচে থাকবেন তার সকল ভালো কাজের মধ্যে আমরা পিতা পরমেশ্বর কাছে তার নামে বিশেষ প্রার্থনা রাখি। আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তিনি এখন পিতা ঈশ্বরের কাছে নিরাপদে রয়েছেন এবং সেখান থেকে তিনি যেন আমাদের জন্য প্রার্থনা করছেন।

আলোচিত সংবাদ

১০ টাকায় চোখের সব জটিল চিকিৎসা

আধুনিক চক্ষুসেবা প্রদান ও ডাক্তার তৈরির সূতিকাগার জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল। অল্প দিনের মধ্যেই চিকিৎসাসেবা ও চিকিৎসক তৈরির মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে পরিচিতি লাভ করে। ২৫০ শয্যার জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে ১০ টাকার টিকিটে মেলে চোখের সব চিকিৎসা। বেসরকারি হাসপাতালে যে অপারেশনে লাগে দেড় থেকে ২ লাখ টাকা, সেখানে তা হচ্ছে বিনা মূল্যে। আছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। অপারেশন তো হয়-ই, রোগীদের সব ওষুধও হাসপাতাল থেকে ফ্রি দেওয়া হয়। রোগীদের পরীক্ষানিরীক্ষাও হচ্ছে বিনা মূল্যে কিংবা স্বল্পমূল্যে। অপারেশনও নিয়মিত হচ্ছে। ১২টি অপারেশন থিয়েটারে সাত ধরনের অপারেশন হয়। অত্যাধুনিক মেশিনে প্রতিদিন ছানিসহ কমপক্ষে ৮০টি অপারেশন হচ্ছে। এছাড়া প্রতিদিন আড়াই থেকে ৩ হাজার রোগী এই হাসপাতালের বহির্বিভাগে আসেন চিকিৎসাসেবার জন্য। দালালের কোনো উপস্থিতি এই হাসপাতালে পাওয়া যায়নি। দালাল নিয়ন্ত্রণ করতে মনিটরিং টিম সার্বক্ষণিক তৎপর থাকে। জরুরি বিভাগ খোলা থাকে ২৪ ঘণ্টা। এ হাসপাতালের ৯টি বিভাগ চালু রয়েছে। এগুলো হচ্ছে ক্যাটারাক্ট, কর্নিয়া, গ্লুকোমা, রেটিনা, অকুলোপ্লাস্টক, পেডিয়াট্রিক অপথোমোলজি, নিউরো অপথোমোলজি, কমিউনিটি অপথোমোলজি ও লোভিশন। এই হাসপাতালে কোন কোন অপারেশনের জন্য ইনজেকশন দেওয়া হয়, যার মূল্য ১২ হাজার টাকা। প্রতিদিন ৬০ জন রোগীর ছানি অপারেশন হচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি ফ্যাকো সার্জারির মাধ্যমে এখানে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়। ১০ টাকার টিকিট কাটলেই রোগীর দায়িত্ব শেষ। বাকি সব চিকিৎসা বিনা মূল্যে প্রদান করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। চোখের লেন্সও ফ্রি দেওয়া হচ্ছে। অপারেশনে রোগীর প্রয়োজনীয় সব ওষুধ বিনা মূল্যে প্রদান করা হয়। এমনকি রোগীকে যখন ছাড়পত্র দেওয়া হয়, তখনো বাসায় গিয়ে রোগীর যেসব ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় সেগুলোও বিনা মূল্যে প্রদান করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

১২ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, দৈনিক ইত্তেফাক

জন্মের পরপরই দেয়া হবে জাতীয় পরিচয়পত্র

জন্মের পরই জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দেয়ার বিধান রেখে জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধন আইন, ২০২২ র খসড়া শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। একই সঙ্গে এ আইন অনুযায়ী এনআইডি সেবা নির্বাচন কমিশন থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের কাছে চলে যাবে। সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ আইন অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে প্রেস ব্রিফিংয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য জানান। একই সঙ্গে এ আইন অনুযায়ী এনআইডি সেবা নির্বাচন কমিশন থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের কাছে চলে যাবে।

১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকায় ৩৪ রুটে চলবে ছয় রঙের বাস

ঢাকার গণপরিবহন ব্যবস্থাকে দুটি পদ্ধতিতে ভাগ করে কাজ করছে বাস রুট রেশনালাইজেশন কমিটি। এর মধ্যে একটি হলো সিটি সার্ভিস বা আরবান ট্রান্সপোর্ট অপরটি হলো ঢাকার আশপাশের জেলার (আরএসটিপির রুট) বাসগুলোকে সাব আরবান ট্রান্সপোর্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আটটি ক্লাস্টারে (শ্রেণির) ২২টি কোম্পানির মাধ্যমে ৪২টি রুটে ঢাকা নগর পরিবহন বাস সার্ভিস পরিচালনা করা হবে। এছাড়া মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ এ সব জেলার বাস সার্ভিসকে সাব আরবান ট্রান্সপোর্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১১ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, দৈনিক জনকণ্ঠ

খেলাপীদের ছাড় নয়

করোনা মহামারী ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ঋণ পরিশোধে বড় ছাড় দেওয়াা হয়েছে। ঋণ নিয়মিত পরিশোধ না করলেও এখন খেলাপী করা হচ্ছে না। কিস্তি পরিশোধও অনেক শিথিল করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ঋণ শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করছে না। এত ছাড়ের মধ্যেও গত জুন পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বেড়ে সোয়া লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। তবে ব্যাংক থেকে বার বার তাগিদ দেয়ার পরও কিস্তি পরিশোধ না করায় ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপীর বিরুদ্ধে এবার কঠোর অবস্থান নিয়েছে ব্যাংকগুলো। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি তৎপর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। গত দুই মাসে জনতা ও রূপালী ব্যাংকের দায়ের করা বিভিন্ন মামলায় বড় বড় ঋণ খেলাপী কয়েককজন গ্রাহককে আটক করা হয়েছে।

১২ অক্টোবর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, দৈনিক জনকণ্ঠ

আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন

আমি মিতা গমেজ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বোর্ণী ধর্মপল্লী ও বর্তমানে ভাটারা ধর্মপল্লীর একজন খ্রিস্টভক্ত। আমার স্বামী দিপক পালমা দীর্ঘদিন যাবৎ কিডনি রোগে আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি ঢাকা কুর্মীটোলা হাসপাতালে চিকিৎসারত আছেন। পরীক্ষার পর ডাক্তার জানিয়েছে তার ২টি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখতে ৪২টি ডায়ালিসিস করতে হবে। সন্তানহীন পরিবারে আমিই একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এবং আমার উপার্জন খুবই সীমিত। এ পর্যন্ত তার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়েছে এবং ডায়ালিসিস ও ঔষধের জন্য এখনও প্রায় ও লাখ টাকা প্রয়োজন।

আমার একার পক্ষে, যতটুকু সামর্থ্য ছিলো সর্বস্ব শেষ করে আজ আমি অপারক। এমতাবস্থায়, আমি বিনীতভাবে আপনাদের নিকট আর্থিক সহযোগিতার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, আপনাদের সম্মিলিত আর্থিক অনুদান ও প্রার্থনায় আমার স্বামী খুব শীঘ্র সুস্থ্য হয়ে উঠতে পারবে। আপনাদের উদার আর্থিক সহায়তা ও প্রার্থনার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ থাকব।

আর্থিক অনুদান পাঠানোর ঠিকানা

মিতা খ্রীষ্টিনা গমেজ
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার: ৩৩২২১০১০৮৪২৩৫
বিকাশ নাম্বার : ০১৮৭১৮৩৩৬৬৮

ফাদার শীতল টি. কস্তা
পাল পুরোহিত, ভাটারা ধর্মপল্লী
মোবাইল: ০১৩০১০৮৫৭১৩

সাধু পিতর ক্লেভার

ক্রীতদাসদের মুক্তিদাতা

মহামান্য পোপ ত্রয়োদশ লিও ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে স্পেন দেশের এক সেবানুরাগী সন্তান, যিনি ছিলেন দীনবন্ধু ও নিগ্রোদের দাসানুদাস, সেই পিতর ক্লেভারকে নিগ্রোদের মাঝে কর্মরত সকল মিশনারীদের প্রতিপালক হিসাবে ঘোষণা করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। স্নাতক পর্যায়ে বার্সেলোনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এক কৃতি সন্তান বলে ঘোষিত হন। তাঁর জেজুইট হওয়ার অনেক স্বপ্ন ছিল। বিশ বছর বয়সে জেজুইট নভিসিয়েটে যোগদান করে সেই স্বপ্নকেই তিনি বাস্তবায়িত করেন।

যাজকীয় পড়াশুনার জন্য পিতর ক্লেভার মাজারকা' কলেজে ভর্তি হন। সেই কলেজে থাকাকালে তিনি এক সাধু ব্যক্তির সান্নিধ্য পান। সাধু ব্যক্তিটি হচ্ছেন সেই কলেজেরই দ্বার রক্ষক, একজন জেজুইট ব্রতধারী ব্রাদার, সাধু আলফন্সো রদ্রিগুয়েস। দ্বাররক্ষক হয়েও তিনি তাঁর মধুর আচরণের মধ্যদিয়ে ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-গরীব মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছিলেন। অনেকেই এই সাধুর সান্নিধ্যে এসে তাঁরই ভক্ত হয়েছিলেন। ছাত্র পিতর ক্লেভার ছিলেন তাদেরই মধ্যে একজন। পিতর ক্লেভারের ইচ্ছা ছিল তাঁর গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে একজন জেজুইট ব্রাদার হয়ে, তাঁর গুরুর মতই একজন দ্বার-রক্ষক হবেন। কিন্তু সেটা ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে, ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ করেন সাধু আলফন্সোর মধ্যদিয়ে। তিনি পিতর ক্লেভারকে একজন মিশনারী হতে অনুপ্রাণিত করেন। তাঁর এই সদিচ্ছা ছিল ঈশ্বর অনুপ্রাণিত। পরবর্তীতে 'কার্থাজেনা' বন্দরে মিশনারী হিসাবে পরিচিত এক জেজুইট ফাদার তার নাম ফাদার আলফন্সো দ্য সানদোভাল তাঁকে দক্ষিণ আমেরিকার জন্য একজন মিশনারী হতে উৎসাহিত করেন। ঈশ্বর যে তাঁকে মিশনারী হতে ডাকছেন তা তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারেন এই ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে। ১ম জনের সান্নিধ্যে এসে তিনি হয়েছিলেন অন্তর থেকে মিশনারী, আর ২য় জনের সান্নিধ্যে এসে তিনি হয়েছিলেন প্রচারমুখী মিশনারী।

একজন মিশনারী হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে পিতর ক্লেভার তাঁর যাজকীয় পড়াশুনা শেষ করেন ও ধর্মপ্রচার করার জন্য 'কার্থাজেনা' বন্দরে যান। সেখানেই তিনি যাজকপদে অভিষিক্ত হন। আর সেখানেই তিনি নিগ্রোদের দাসানুদাস হয়ে তাদের সেবায় নিজের জীবন বিলিয়ে দেন। এরপর তিনি আর পিছনে ফিরে তাকাননি। তাদেরই মাঝে তাঁর জীবনের বাকি ৪০ বছর কাজ করেন। এ অক্ষরগুলো চূড়ান্ত ব্রতের সময় নিজের রক্ত দিয়ে লিখেছিলেন, 'আমি, পিতর ক্লেভার, চিরকালের মত নিগ্রো ক্রীতদাসদের দাসানুদাস হয়ে থাকবো।'

পিতর ক্লেভার ক্রীতদাসদের দাস ছিলেন। কিন্তু কিভাবে? ভালবাসা মানে যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু না কিছু করা, একদিন দুইদিনের জন্য নয়, আজীবন তাদের জন্য কিছু না কিছু করা। কার্থাজেনা বন্দরে জাহাজ ভিড়লে তিনি একজন দো-ভাষী নিগ্রো ভাই,

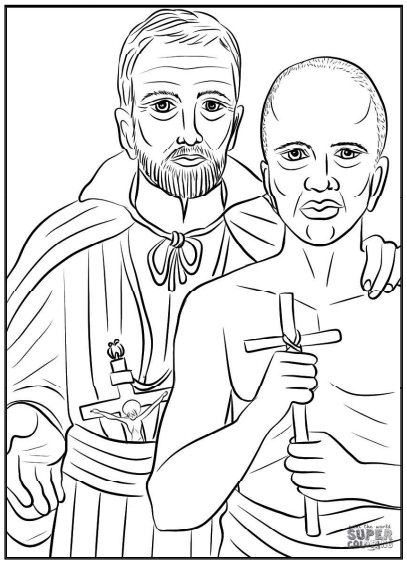

যিনি আফ্রিকার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় পারদর্শী, তাকে নিয়ে ছুটে যেতেন সেই জাহাজে। সেখানে গিয়ে তিনি শিকল-পরা ভীত নিগ্রোদের সান্ত্বনা দিতেন। মায়ের মত তিনি তাদের খাইয়ে দিতেন, তাদের ক্ষত ধুইয়ে দিতেন, পুঁজ-ভরা ঘাঁ তিনি ধুয়ে মুছে দিতেন, তীরে নিয়ে গিয়ে তাদের সেবা-শুশ্রুষা করতেন! ক্রীতদাসদের মিলন-চত্বর অবধি তাদের সঙ্গী হতেন। মালিকদের অনুরোধ করতেন, যেন তারা তাঁদের ক্রীতদাসদের সাথে ভাল ব্যবহার করেন। খালি পেটে তিনি তাদের ধর্মশিক্ষা দিতেন না বরং তাদের পেট ভরিয়ে খাওয়ানোর পর ধর্মশিক্ষা দিতেন। তিনি প্রায় ৩ লক্ষ ব্যক্তিকে দীক্ষাস্নাত করেন। শুধু মাথায় দীক্ষাস্নানের জল ঢেলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি সেই দীক্ষাপ্রাপ্ত খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক জীবন দেখাশুনা করতেন। ক্রীতদাসদের বস্তিতে গিয়ে তিনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতেন। হাসপাতালে গিয়ে তিনি রোগিদের সান্ত্বনা দিতেন। তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আপন করে কাছে টেনে নিতেন। আর ধর্ম প্রচারের সময় ধনীদের আতিথ্য গ্রহণ না করে ক্রীতদাসদের বস্তিতে থাকতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে 'কার্থাজেনা' বন্দরটি মহামারিতে আক্রান্ত হয়। অন্য জেজুইটদের সাথে একাত্ম হয়ে তিনি মহামারিতে আক্রান্ত সকল নর নারীর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেন। এরপর থেকেই ক্লেভারের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে শুরু করে। শেষ জীবনে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্থ হন। জেজুইট সংঘের সভ্যরা সেবা কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে তাঁকে দেখাশুনা করার জন্য একজন নিগ্রো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যথার্থভাবে যত্ন নিতেন না। যে মানুষটি নিগ্রোদের সেবা করেছেন আজীবন, সেই মানুষই কিনা এক নিগ্রো সেবকের অমানবিক আচরণের শিকার হয়ে শেষ জীবনে তার কাছ থেকে পেয়েছিলেন শুধু অবহেলা, অবজ্ঞা আর অনাদর। তবু তিনি তা নীরবে সহ্য করতেন আর নীরবে বলতেন, "তাঁর পাপের তুলনায় এই দুঃখ-যন্ত্রণা কিছুই না।" কষ্টভোগী সেবক ক্রুশবিদ্ধ যিশু ছিলেন তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা। ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি মারা যান। মৃত্যুর সময় তাঁর ঘর ছিল লোকে লোকারণ্য। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার জন্য লোকেরা তাঁর সবকিছুই নিয়ে যায়। কিন্তু একটি জিনিস তারা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারেননি। আর তা হচ্ছে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাধু আলফন্সোর একটা ছবি। পোপ ত্রয়োদশ লিও ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে একই সাথে পিতর ক্লেভারের গুরু আলফন্সো ও আলফন্সোর শিষ্য পিতর ক্লেভারকে সাধু বলে ঘোষণা করেন। আমাদের বর্তমান সমাজ ক্রীতদাস-প্রথা মুক্ত, কিন্তু সর্বহারা মুক্ত নয়। অমানবিক অবকাঠামোগুলো বিভিন্ন রূপ আর বেশ নিয়ে আমাদের সমাজে বিরাজ করছে। আমাদের দেশ অধিক জনসংখ্যার শিকার বলে ধনীরা গরীবদের শ্রম খুব কম মূল্যেই কিনে নেন। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীরা বঞ্চিত হচ্ছে সুষম বণ্টন থেকে। নিগ্রো ক্রীতদাসদের জন্য মুক্তিদাতা হয়েছিলেন সাধু পিতর ক্লেভার। বর্তমান সমাজে অধিকার বঞ্চিত শ্রমিকদের জন্য মুক্তিদাতা কে হবেন? কারা তাদের পথের সাথী হয়ে তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে বলবে, "আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি ঈশ্বরের সন্তান। তাই ঈশ্বরের সন্তানদের কোনভাবেই তাদের যোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।"

সৌজন্য
ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও
সাধু-সাধ্বীদেন "জীবনকথা"

শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবস

মাস্টার সুবল

শোকার্ত জননী মারীয়ার স্মরণ দিবসে মারীয়া প্রধানত কোন বিষয়ে শোকাহত হয়েছিলেন তা নিয়ে আমি যা জানি সেগুলোই আমার এ লেখায় পবিত্র বাইবেল ভিত্তিক তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সবাই কম বেশী শোকাহত হয়ে থাকেন। কিন্তু মা মারীয়ার সাথে তার কোন তুলনা হয় না বা তুলনা করাও যায় না। এর একটি মাত্র অন্যতম দিক মারীয়ার কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করার কিছুই ছিলো না বরং ধৈর্য্যশক্তির মাধ্যমে নীরবে সমস্তই সহ্য করে নিয়েছিলেন। আমার এ লেখায় যদি কোন ভুল থাকে তাহলে প্রথমেই আমি সবার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগদত্তা হলে তারা একসঙ্গে থাকার আগে পবিত্র আত্মার প্রভাবে মারীয়া গর্ভবতী হলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হেরোদ রাজার সময়ে যুদেয়ার বেথলেহেমে ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুখ্রিস্ট এক গোশালায় জন্মগ্রহণ করিলে কুমারী মারীয়া তাকে যাবপাত্রে শোয়াইয়া রাখেন। তখন হঠাৎ প্রাচ্য দেশ থেকে তিন পণ্ডিত এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে তার সামনে প্রণিপাত করেন। পরে নিজেদের রত্নপেটিকা খুলে তাকে উপহার দিলেন সোনা, ধূপধূণো ও গন্ধনির্যাস। পণ্ডিতগণ চলে যাবার পর প্রভুর দূত হঠাৎ স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, শিশুটিকে তার মাতার সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও, কেননা রাজা হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করতে যাচ্ছে। তাই যোসেফ সেই রাতে শিশুটিকে ও তার মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন। তার পর পরই শুরু হলো কুমারী মারীয়ার সপ্তশোকের দুঃখ।

১। শোকার্ত মারীয়া সাধু শিমিয়নের ভবিষ্যৎদ্বাণী শুনিয়া কোমল হৃদয়ে দুঃখ পেয়েছিলেন।

২। মিশর দেশে পলায়ন ও প্রবাসে থাকিবার কালে হৃদয়ে অনেক ক্লেশ ভোগ করেছিলেন।

৩। মারীয়ার স্নেহের পুত্র হারাইয়া গেলে তিন দিন উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অতি গভীর দুঃখে মগ্ন হয়েছিলেন।

৪। মারীয়া যিশুকে ক্রুশ বহন করিয়া যাইতে দেখিয়া মাতৃ-হৃদয়ে নিদারুণ যাতনা উপস্থিত হয়েছিল।

৫। শোকার্ত মারীয়া যিশুর অন্তিম যন্ত্রণা দর্শনে কোমল হৃদয়ে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন।

৬। শোকার্ত মারীয়া যিশুর পার্শ্বদেশ বর্শাবিদ্ধ অবস্থায় তাহার মৃতদেহ ক্রুশ হতে নামাইয়া মারীয়ার কোলে স্থাপিত হলে মারীয়ার শোকান্বিতা হৃদয়ে অতি দুঃখ পেয়েছিলেন।

শেষে বলতে চাই, আমরা ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্তব দ্বারা মারীয়াকে সম্মানিত করে থাকি। আসুন কুমারী মারীয়ার নিকট বিশুদ্ধতা প্রার্থনায় বলি, হে রাণী ও জননী আমার, আমি তোমাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করি এবং তোমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থে আমার চক্ষু, কর্ণ, মুখ, হৃদয় ও আমার সর্বস্ব আজ সত্যই তোমাকে অর্পণ করি। দয়াময়ী মা আমার, আমি যে তোমারই। আমাকে তোমার নিজস্বরূপে নিরাপদে রক্ষা কর। আমেন।

কবিতা নেবে কবিতা

যিশু বাউল

দাঁড়াও পথিক, থেমে দেখ একবার
কবিতার বাজার বসেছে উন্মুক্ত ময়দানে
খাজনা রসিদের কারবার নেই এখানে।
থেমে দেখ একবার-
কবিতার বহরে, ছোট-বড়-মাঝারী
শোকের, আনন্দের, প্রশংসার, প্রেমসহ
বিচিত্র অনুভূতির কবিতা রয়েছে এখানে।
আকালের দিনে-
খুব সস্তায় কবিতা কেনা যাবে এখানে
বাৎসরিক উৎসবে, কবিতা বিক্রির বিরাট
মূল্য হ্রাস
সত্তর থেকে আশির মূল্য হ্রাসে পাবেন
হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো কবিতার শত মঞ্জুরী।
আনন্দময় ছন্দে পথ চলার গতিতে
নিরাশা-হতাশায় বেঁচে থাকার মতো
মৃত্যুর সন্ধি ক্ষণে,
প্রেমিকাকে গোপনে উপহার দেবার বাসনাতে
স্মৃতির রোমন্থন করার মতো কবিতার শততলে।
বার্ধ্যকের স্মৃতি মিনার থেকে খুঁজে
পাওয়া কবিতা-
কৈশরের অনুভূতি আবেগঘন কবিতার
সৃষ্টির মাঝে।
যদি অর্থের সংকুলান বা বাজেট না থাকে
তবু একটি কবিতা নিয়ে যান-
ভালবাসার তাগিদে, স্বপ্ন গড়ার জীবন লক্ষে,
সুখময় জীবন গড়ার চর্তুদোলায় দোল খেয়ে
একটি কবিতা নিয়ে যান জীবন সংগ্রামী
পথিক হয়ে
বেঁচে থাকার অদম্য স্বপ্নচারী স্বপ্ন দলে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সাধুরা হলেন মূলবান মুক্তা যারা সর্বদা জীবন্ত ও সময়োপযোগী - পোপ ফ্রান্সিস

সাধু-সন্ত বিষয়ক পোপীয় দপ্তর আয়োজিত সিম্পোজিয়ামে 'আজ পবিত্রতা' এবং 'প্রতিনিধিত্বকারী কৌশল' বিষয়ে মনোনিবেশ করা হয়; যেখানে শিরোনাম হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল - আজকের পবিত্রতা বাস্তবায়ন ও সময়োপযোগী করণে পথসমূহের গভীরতা। ৩ দিনের সেই কনফারেন্সে 'কে এবং কিভাবে' একজন সাধু হয় তা জানার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ঈশ্বরের লোকদের মধ্যথেকে যাদের সাধুতার ব্যাপারে বিশেষ সুনাম আছে তাদেরকে সাধু ঘোষণা করা হয়।

প্রৈরিতিক পত্র 'আনন্দিত ও উল্লসিত হও' -তে আহ্বান করা হয় যেন আমাদের নিজেদের সময়ে বাস্তবসম্মতভাবে পবিত্রতার পথে চলি। পোপ ফ্রান্সিস জনসাধারণের এক সমাবেশে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন, পবিত্রতার সর্বজনীন আহ্বান ছিল ২য় ভাতিকান মহাসভার কেন্দ্রীয় একটি শিক্ষা এবং তিনি আরো উল্লেখ করেন, ঈশ্বরের পবিত্র জনগণের প্রতিদিনকার জীবনে উপস্থিত সাধুতার স্বীকৃতিদান খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মধ্যম শ্রেণির সাধুতা থেকে মণ্ডলী ধন্যশ্রেণিভুক্ত ও স্বীকৃত সাধুদেরকে আদর্শ, মধ্যস্থতাকারী ও শিক্ষক হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মঙ্গলসমাচার অনুযায়ী পূর্ণভাবে জীবন-যাপন শুধু সম্ভবই নয় কিন্তু ফলপ্রসূও বটে। পোপ ফ্রান্সিস জোর দিয়ে বলেন, প্রথমত ও সর্বাগ্রে সাধুতা হলো ঈশ্বরের ভালোবাসা উপলব্ধি করা এবং সে ভালোবাসা ও দয়া গ্রহণ করা যা আমরা বিনামূল্যে পেয়েছি। এ উপলব্ধিই আমাদেরকে আনন্দের দিকে পরিচালিত করে, যা আমরা দেখতে পাই সাধু জন পল, সাধ কার্লো আকুতিস ও আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের মধ্যে।

সাধুতা খ্রিস্টান সমাজগুলোর বাস্তব জীবনে উদ্ভূত হয় এবং ঈশ্বরের লোক দ্বারা তা স্বীকৃত হয়। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, সাধুগণ হলেন মহামূল্যবান মুক্তা; তারা সর্বদা জীবন্ত ও সময়োপযোগী এবং কখনোই তাদের গুরুত্ব কমে না। তিনি প্রত্যাশা করেন, তাদের দৃষ্টান্ত আমাদের সময়ের অনেক নর-নারীকে আলোকিত করবে তাদের বিশ্বাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে, আশা জাগাতে আর দয়ার কাজে প্রজ্জ্বলিত হতে; যাতে করে প্রত্যেকে মঙ্গলসমাচারের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হতে পারে।

৫৭তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের মূলভাব ঘোষণা

গত ২৯ সেপ্টেম্বর মহাদূতদের পর্বদিবসে ভাতিকান 'হৃদয় দিয়ে কথা বলা' বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য করে ৫৭তম বিশ্ব যোগাযোগ দিবসের মূলভাব ঘোষণা করেছে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে প্রদত্ত বাণীর শিরোনাম 'হৃদয়ের কান দিয়ে শ্রবণ করা' - বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ বছরের মূলভাব নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে করে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে যে সিনড হবে তার দিকে সকলে পরিচালিত হতে পারে। হৃদয় দিয়ে কথা বলা মানে হলো তোমার আশাতে যুক্তি দান করা এবং নম্রভাবে তা করার মাধ্যমে যোগাযোগকে সেতুবন্ধন হিসেবে ব্যবহার করা। দয়ার শৈলীতে সত্য বলতে আহ্বান রাখা হয় যোগাযোগ দিবসের শিরোনামে। ২৯ সেপ্টেম্বরে পোপ মহোদয় পোপীয় যোগাযোগ বিভাগে নতুন সদস্য এবং উপদেষ্টাদের নিয়োগ দান করেন। সদস্যরা হলেন: ইতালির পেরুজার আর্চবিশপ ইভান মাফেইজ, ব্রাজিলের কাম্পো লিম্পোর বিশপ ভালদিমির হোসে দে কাস্ত্রো। আর উপদেষ্টারা হলেন: এফএবিসি ওএসসি'র সেক্রেটারি ফাদার জর্জ প্লাটোহাম, সেলামের কো-অর্ডিনেটর এলিজাডে প্রাডা, সিগনিসের প্রেসিডেন্ট হেলেন ওসমান, পন্টিফিক্যাল সালেসিয়ান ইউনিভার্সিটির যোগাযোগ বিভাগের ডিন ফাদার ফাবিও পাস্কালেত্তি, ইতালিয়ান বিশপস্ কনফারেন্সের প্রতিবন্ধী পালকীয় যত্ন বিষয়ক দপ্তরের প্রধান সিস্টার ভেরোনিকা দনাতেল্লো, কেনিয়ান বিশপস্ কনফারেন্সের সামাজিক যোগাযোগ কমিশনের নির্বাহী সেক্রেটারি সিস্টার এডেলেইড ফেলিচিটাস এনদিলো, এমেচেয়ার কো-অর্ডিনেটর ফাদার এন্ড্রু কাউফা, লাউদাতো সি মুভমেন্টের পরিচালক টমাস ইনসুয়া, পিসা ইউনির্ভাসিটির প্রেসিডেন্ট আন্তোনিয়ো চিসতেরনিও এবং ট্রিনিটি লাইভ সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা জন করকোরান।

ভাতিকান পোপ ফ্রান্সিসের বাহরাইন সফরের কর্মসূচি প্রকাশ করেছে

৩-৬ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস বাহরাইনে যাচ্ছেন সেখানকার ক্ষুদ্র মেষদলকে উৎসাহ দিতে ও 'সংলাপের জন্য বাহরাইন

ফোরাম: মানব সহাবস্থানের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বিষয়ক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। মধ্যপ্রাচ্যের এই দেশে প্রৈরিতিক সফরের পূর্বে ভাতিকানের প্রেস অফিস পোপ মহোদয়ের সফরের কর্মসূচি, লগো ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে।

সফরের আন্তঃধর্মীয় দিক: সংলাপের জন্য বাহরাইন ফোরামে মিশরের আল-আযহার আল-শরীফের গ্র্যাণ্ড ইমাম শেখ আহমেদ আল-তায়য়িব অংশগ্রহণ করছেন। পোপ মহোদয় ও শেখ তায়য়িব গতমাসে কাজাখস্তানে বিশ্ব ও ঐতিহ্যবাহী ধর্মের নেতৃবৃন্দের ৭ম কংগ্রেসে মিলিত হয়েছিলেন। বাহরাইনে ৩-৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ফোরামে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০০ জন ধর্মীয় নেতৃবর্গ অংশগ্রহণ করবে বলে জানা গেছে। এই ফোরামে অংশ নিতে বাহরাইনের রাজা হামাদ বিন ইসা আল-খালিফা পোপ মহোদয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে নিমন্ত্রণ জানান।

কর্মসূচি অনুযায়ী পোপ মহোদয় রোমের ফুমিনচিনো এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করবেন ৩ নভেম্বর সকাল ৯:৩০ মিনিটে এবং বাহরাইন সিটির সাকির এয়ার বেইজের আওয়ালিতে পৌঁছাবেন স্থানীয় সময় ৪:৪৫ মিনিটে। তারপর তিনি বাহরাইনের রাজা হামাদ বিন ইসা আল-খালিফার সাথে সাকির রয়্যাল প্রাসাদে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে বাহরাইনের রাজনৈতিকবর্গ, সুশীল সমাজ ও কূটনৈতিকমহলের সাথে দেখা করবেন।

শুক্রবার সকালে, সংলাপের জন্য বাহরাইন ফোরামের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নিবেন। দুপুরে, গ্র্যাণ্ড ইমাম আল-আযহারের সাথে ব্যক্তিগত আলোচনায় বসবেন। পরে পোপ মহোদয় প্রবীণদের মুসলিম কাউন্সিল দলের সদস্যদের সাথে সাধারণ আলোচনাতে বসবেন। পরবর্তী সময়টিতে পোপ মহোদয় বাহরাইনে বসবাসরত খ্রিস্টানদের সাথে কাটাবেন। আওয়ালিতে অবস্থিত আওয়ার লেডী অব আরাবিয়া ক্যাথিড্রালে আন্তঃমাণ্ডলিক সভা ও শান্তির জন্য প্রার্থনা করবেন একসাথে। শনিবার দিন সকালে পুণ্যপিতা বাহরাইন ন্যাশনাল স্ট্যাডিয়ামে বাহরাইনের খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করবেন। উল্লেখ্য বাহরাইনে কাথলিক জনসংখ্যা ১৬১,০০০ জন। ঐদিন বিকালে পোপ মহোদয় সেক্রেড হার্ট স্কুলে যুবকদের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হবেন।

বাহরাইনে পোপ মহোদয়ের প্রৈরিতিক সফরের মটো হলো - পৃথিবীর সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের জন্য শান্তি, যা লুক রচিত মঙ্গলসমাচার ২:১৪ পদের আলোকে নেওয়া হয়েছে। লগোতে ভাতিকান ও বাহরাইনের জাতীয় পতাকা হাতের আদলে রাখা হয়েছে যা ঈশ্বরের প্রতি উন্মুক্ত। হাত থেকে উৎসারিত একটি জলপাই শাখা শান্তির প্রতীক, যা ভ্রাতৃসুলভ সাক্ষাৎকারের ফসল।

ব্রতীয় জীবনে রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

সিস্টার যোসপিন সরেন সিআইসি : গত ৮ অক্টোবর রোজ শনিবার ২০২২ খ্রি: দিনাজপুর সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার ক্যাথিড্রাল গির্জায় শান্তিরাণী সন্ন্যাস সংঘের চারজন সিস্টারের সন্ন্যাস জীবনের রজত জয়ন্তী উৎসব বিপুল সমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়।

তারা হলেন সিস্টার এডলিন ক্লারা পিরিচ সিআইসি, সিস্টার স্বপ্না বেনেডিক্টা গমেজ সিআইসি, সিস্টার লতা মেরী টপ্প্য সিআইসি ও সিস্টার শিলা তেরেজা গমেজ সিআইসি। সপ্তাহব্যাপী নির্জন ধ্যান শেষে পূর্ব সন্ধ্যায় উৎসব পালনকারী সিস্টারদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আরাধনা অনুষ্ঠান করা হয়। এরপর ৮ তারিখ খ্রিস্টযাগের শুরুতেই উরাঁও কৃষ্টিতে নৃত্য ও শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করে ও জয়ন্তী মহাখ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ। আরো উপস্থিত ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, ফাদার মিখেলে ব্রাম্বিলা পিমে সুপেরিয়র-বাংলাদেশ, বিভিন্ন সংঘের ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, উৎসব পালনকারী সিস্টারদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত। খ্রিস্টযাগে বিশপ জের্ভাস রোজারিও অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশ বাণী রাখেন। তিনি বলেন "জয়ন্তী হচ্ছে বিগত দিনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানোর দিন, আজ থেকে শুরু হয় যেন বাকি জীবনের প্রথম দিন। তিনি আরো বলেন, আমার যা কিছু সবই ঈশ্বরের এবং নতুন অঙ্গীকার নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দিন।" খ্রিস্টযাগের পর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সিস্টারদের ফুলেল শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জ্ঞাপন ও মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সোনাডাঙ্গা উপধর্মপল্লীতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সেমিনার

নিজস্ব সংবাদ : বিগত ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের সহযোগিতায় এবং বিশপ ভবন, সোনাডাঙ্গা এর ব্যবস্থাপনায় বিশপ ভবন সভাকক্ষে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ফাদার মৃত্যুঞ্জয় যোসেফ দফাদার, আহবায়ক, ফাদার মিন্মো পিয়েতাঞ্জা এসএক্স ও ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড। সেমিনারে বিভিন্ন ধর্ম ও মণ্ডলীর ৬০ অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন। সিস্টার কামিল্লা বাঁড়ো এসসি ও মিসেস এলিজাবেথ গাইনের গান ও গোলাপ ফুলের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করে নেওয়া হয়। এর পর তিন ধর্ম গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। বলেন, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ হল এক ধর্মের মানুষের সাথে অন্য ধর্মের মানুষের কথোপকথন। ড. মোঃ শাহ আলম ইসলাম ধর্মের আলোকে তার বক্তব্যে বলেন, বাহিরের পবিত্রতার চেয়ে ভিতরের বা মনের পবিত্রতা বেশি দরকার। প্রথম মানুষ হওয়া পরে ধার্মিকতা। এরপর ফাদার মিন্মো তার বক্তব্য তুলে ধরেন ও বিশেষভাবে

আন্তঃধর্মীয় ও খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক সংলাপ কমিশন, খুলনা ধর্মপ্রদেশ। সেমিনারে মুখ্য আলোচক ছিলেন ফাদার রিচার্ড বিপ্লব বিশ্বাস বিশেষ অতিথি ছিলেন, ড. মোঃ শাহ আলম, রেজিস্ট্রার, নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি, খুলনা এবং শ্রী মেধস কুমার ব্যানার্জী, উপদেষ্টা, খুলনা মহানগর পূজা উদ্‌যাপন কমিটি; আরও উপস্থিত ছিলেন, পরবর্তীতে সেমিনারে উপস্থিত সকলে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তাদের নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করেন। স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। "আন্তঃধর্মীয় সংলাপ" সেমিনারের মুখ্য আলোচক ফাদার রিচার্ড বিপ্লব বিশ্বাস খ্রিস্টান ধর্মের আলোকে তার বক্তব্যে সংলাপের মতো এ মহতী উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আয়োজকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

সবশেষে আহ্বায়ক ও সভাপতি ফাদার মৃত্যুঞ্জয় যোসেফ দফাদার অতিথি ও অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পিটার উৎপল গমেজ।

সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রে কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদ: বিগত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সোমবার খুলনা ধর্মপ্রদেশের সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রে কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজার পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় মহা-খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস এবং সহার্পিত যাজক হিসেবে ছিলেন ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ড। ফাদার বিপ্লব বিশ্বাস তার উপদেশে বলেন, কলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা যিশুর ভালবাসার প্রতি তৃষিত ও ব্যাকুল ছিলেন। তিনি সব সময় দীন-দুঃখী, অভাবী, অনাথ, প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে যিশুকে দেখতে পেতেন; ফলে তিনি তাদের সেবা করার মাধ্যমে যিশুকে সেবা করার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর খ্রিস্টযাগের শেষে এম সি সিস্টারগণের পক্ষ থেকে সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। বিকাল ৫ টায় বিশপ ভবন কক্ষে পর্ব উপলক্ষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে, সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রের ইনচার্জ ফাদার জুয়েল ম্যাকফিল্ডের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে এই পবিত্র অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জলছত্রে যুব-সেমিনার

নিউটন মাজি: অক্টোবর ০২, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লী জলছত্র এর অধীনস্থ খ্রিস্টদেহ কেন্দ্রীয় যুব কমিটির তত্ত্বাবধানে ও বেরিবাইদ গ্রাম পরিষদের আয়োজনে বেরিবাইদ গ্রামের সাধ্বী আগ্নেশ গির্জায় দিনব্যাপী যুব সেমিনারের আয়োজন করা হয়। "সিনোডীয় মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ" এই মূলভাবের উপর আয়োজিত যুব সেমিনারে তিনটি গ্রাম (মাগন্তিনগর, বেরিবাইদ ও গেণ্ডুয়া) থেকে মোট ১৩৫ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতী সহ বেরিবাইদ গ্রামের সকল খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে, উক্ত দিনের কর্মসূচী সকাল ১০ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার সোহাগ গাবিল সিএসসি। উপদেশে তিনি মণ্ডলীতে যুবক-যুবতীদের অবস্থান ও যুবাদের নিয়ে মণ্ডলীর ভাবনা সম্পর্কে সহভাগিতা করেন।

সকাল ১১ টায় প্রদীপ প্রজ্বালন ও সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে যুব সেমিনারের শুভ উদ্বোধনী ঘোষণা করেন সতিন্দ্র চিসিম - সভাপতি, বেরিবাইদ গ্রাম কাউন্সিল। খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লীর কার্যকরি পরিষদের পক্ষে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান খ্রিস্টদেহ ধর্মপল্লীর কার্যকরি পরিষদের সহ-সভাপতি সমরেন চিসিম। মূলভাবের উপর সহভাগিতা করে ফাদার সোহাগ গাবিল বলেন, "মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান করে আমরা যেন ঈশ্বর ও মানুষের সাথে মিলিত হই; মণ্ডলীর কাজে সক্রিয়ভাবে একসাথে অংশগ্রহণ করি ও এই পৃথিবীতে আমরা তীর্থযাত্রী ও প্রেরণকর্মী; সর্বস্তরের মানুষের সাথে ও মানুষের কাছে মঙ্গলসমাচার ঘোষণায় আমরা সকলে আহূত।" একই সাথে দ্বিতীয় অধিবেশনে "যুব সমাজ: আত্মকেন্দ্রিকতা ও যুব-সমস্যা উত্তরণের উপায়" নিয়ে সহভাগিতা করেন সানি চাম্বুগং। অধিবেশনের পরপরই দলীয় আলোচনা ও দলীয় আলোচনার প্রতিবেদন উপস্থাপনা করা হয়। দুপুরের আহারের পর অংশগ্রহণকারী যুবক-যুবতীদের সহায়তায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরিশেষে, ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার মাইকেল সরকার সিএসসি'র পক্ষে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ফাদার সোহগ গাবিল সিএসসি।

আন্তঃপ্রাথমিক স্কুল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২

ব্রাদার প্যাট্রিক হাদিমা, সিএসসি: গত ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, নবাবগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বান্দুরা হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রাইমারি স্কুল: হলি চাইল্ড মর্নিং শিফট কর্তৃক আয়োজন করা হয় "আন্তঃপ্রাথমিক স্কুল শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২২ খ্রিস্টাব্দ"। এতে অত্র অঞ্চলের মোট তেরোটি স্কুল অংশগ্রহণ করে।

এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রথম দিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সেন্ট গ্রেগরী স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি। তিনি এই মহৎ উদ্যোগের প্রশংসা করেন। দ্বিতীয় দিনের সমাপনী ও পুরুস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দুরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: হুমায়ুন কবির। তিনি এই বিশেষ উদ্যোগটির জন্য প্রশংসা করে বলেন "আমাদের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতি চেতনায় বেড়ে উঠতে, এই ধরনের উদ্যোগ খুবই প্রয়োজন"। পরিশেষে প্রধান শিক্ষক ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি, সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুইদিনের এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শোকাহত

প্রয়াত সুকুমার গমেজ

জন্ম: ২১ অক্টোবর, ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: কমলাপুর, সাভার, ঢাকা।

সংসারের মায়া ছেড়ে আজি কে গেল যে ডাক দাও প্রভু দাও তারে অনন্ত জীবন।

বাবা, দুই অক্ষরের শব্দ যার অর্থ বিশাল সমুদ্র বা তারও বেশি। এভাবে আমাদের একা করে ঈশ্বরের কাছে চলে যেতে পারলে তুমি বাবা? আমাদের দুই ভাই বোনকে মিষ্টি কণ্ঠে আর কে ডাকবে বাবা মা বলে! প্রতিটা মুহূর্তে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তুমি জড়িয়ে আছো আমাদের মাঝে। অনেক মিস করছি বাবা তোমাকে। তোমার প্রতিটা জিনিসে তোমার হাতের ছোঁয়ায় ঘরটা পরিপূর্ণ হয়ে থাকতো। আজ তুমি নেই তাই সবকিছু ফাঁকা ফাঁকা লাগে।
ঘরের প্রতি ইটে তোমার ছোঁয়া মিশে রয়েছে। প্রতিটা মুহূর্তে তোমাকে অনুভব করতে পারছি যে তুমি আমাদের সাথে আছো...।
আমরা সবাই তোমাকে অনেক বেশি ভালবাসি বাবা।
আমার বাবা অসুস্থ থাকাকালীন শুরু থেকে শেষ অব্দি যারা আমাদের পাশে ছিলেন, প্রার্থনা করেছেন সাহস দিয়েছেন, রক্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের প্রত্যেককে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আমরা আমাদের পরিবারের শোক যেন সইতে পারি তার জন্য প্রার্থনা করবেন, ধন্যবাদ সবাইকে।

শোকাহত পরিবার,
স্ত্রী: কুসুম গমেজ
ছেলে ও ছেলের বউ: হীরা ও লিমা গমেজ
নাতি: এলেন গমেজ
মেয়ে ও মেয়ের জামাই: মুক্তা ও বিপুল ডি' রোজারিও
নাতি নাতনি : ঐন্দ্রিলা, এলভিস, এমালিন ডি' রোজারিও
ও ভাইবোন।

বিজ্ঞ/২১৮/২২

"এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তুমি কি ব্রতীয় জীবনের কথা ভাবছ?

তুমি কি "দূতগণের রাণী মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের কাটেখিস্ট সন্ন্যাস সংঘ"

সিআইসি (শান্তি রাণী) এর মাধ্যমে যিশুর আহ্বানে সাড়া দিতে আগ্রহী?

স্নেহের বোনেরা,
তোমরা যারা এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ ও তদুর্ধ্বে অধ্যয়নরত, তোমরা যদি ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালোবাসা ও সেবার ঐকান্তিক ইচ্ছা অনুভব কর তাহলে "এসো দেখে যাও"। আমাদের সংঘের অনুগ্রহদান, আধ্যাত্মিকতা, সংঘবদ্ধ জীবন ও সেবাকাজ সহভাগিতা করার লক্ষে, "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য তোমরা নিমন্ত্রিত।

"এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

আগমন: ৩০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
প্রোগ্রাম: ৩১ অক্টোবর - ২ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
প্রস্থান: ৩ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
স্থান: সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার কনভেন্ট, গঠনগৃহ, বালুবাড়ি, দিনাজপুর

যোগাযোগের ঠিকানা:

সিস্টার মার্থা মন্ডল সিআইসি মোবাইল: ০১৭৯১৪৬৬৭৫১ বালুবাড়ি, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	সিস্টার দিপ্তী কস্তা সিআইসি মোবাইল: ০১৭১২৫০৩৪৮৮ মাদার হাউজ, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	সিস্টার হাসি রোজারিও সিআইসি মোবাইল: ০১৭৩১৮১৯০৪৫ মনিপুরিপাড়া, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ
সিস্টার সুরমা কোড়াইয়া সিআইসি মোবাইল: ০১৭২৭৬৩৫১৯৩ শেলাবুনিয়া, খুলনা ধর্মপ্রদেশ	সিস্টার মারিয়া কিস্কু সিআইসি মোবাইল: ০১৭৯৩৯০০২০৮ বিশপ হাউজ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ	সিস্টার শোভা দাস সিআইসি মোবাইল: ০১৭৬০০৭৮০০০ দিঘলাকোণা, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ
সিস্টার স্কলাস্টিকা জপমালা গমেজ সিআইসি মোবাইল: ০১৭৪৯৮৫৬০৮৪ চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ	সিস্টার আন্দ্রিনা তির্কী সিআইসি মোবাইল: ০১৪৫৭৯১৩২৮৭ সিলেট ধর্মপ্রদেশ	সিস্টার বীনা এ রোজারিও সিআইসি মোবাইল: ০১৭৩২০২৬৫৯৫ বরিশাল ধর্মপ্রদেশ

বিজ্ঞ/২৯৯/২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
THE WEEKLY PRATIBESHI
ISSUE-38
❖ বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-৩৮
Regd. No. DA-33
❖ 16 - 22 October, 2022, ৩১ আশ্বিন - ৬ কার্তিক, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক-লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে খ্রিস্টীয় শুভেচ্ছা নিবেন। এ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর "বড়দিন সংখ্যা ২০২২" নতুন আঙ্গিকে ও নতুন সজ্জায় প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তাই বড়দিন সংখ্যা ২০২২ এর জন্য আপনার সুচিন্তিত লেখা (প্রবন্ধ ও নিবন্ধ, গল্প, স্মৃতি কথা, স্বাস্থ্য সমাচার, কবিতা ও কলাম) বিভাগ উল্লেখপূর্বক (খোলা জানালা, সাহিত্য মঞ্জুরী, যুব তরঙ্গ, মহিলাঙ্গন) পাঠিয়ে দিন আগামি ১৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।

লেখা পাঠানোর নিয়মাবলী:
১. যে কোন লেখায় উদ্ধৃতি বা কোন তথ্য সহায়তা নিলে তার জন্য অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া তথ্যসূত্রও জানাতে হবে। এ ব্যাপারে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি।
২. আপনাদের লেখা পূর্বে কোথাও ছাপানো হয়ে থাকলে, তা জানাতে হবে অর্থাৎ কোথায়, কখন ছাপানো হয়েছে, তা উল্লেখ করতে হবে। অথবা 'সৌজন্যে' লিখতে হবে।
৩. লেখা কম্পোজ করে, ঝঁঃড়হহুগণ এবং ফন্টে রিহফড়ংি ৭-এ পাঠাতে হবে। হাতের লেখা গ্রহণ করা হয়, তবে তা কাগজের এক পৃষ্ঠায়, স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৪. মণ্ডলীর শিক্ষার পরিপন্থী, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সরাসরি, কিংবা নাম উল্লেখ করে কোন লেখা, তাছাড়া মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও মূল্যবোধ ক্ষুন্ন হয় এমন লেখা পরিহার যোগ্য।
৫. লেখা মানসম্মত হলেই কেবল ছাপানো হয়।

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্র বিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

নভেম্বর মাস মৃতলোকদের মাস। মৃত্যু বিষয়ক আপনাদের লেখনী অতিশীঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail: wklypratibeshi@gmail.com

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যা জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যা বিজ্ঞাপন হার: -

শেষ কভার (চার রঙ)	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	বুক্ড	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	বুক্ড	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো		৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো		২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো		১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো		১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো		৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো		২৯০ ইউএস ডলার

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য।
বিজ্ঞাপন বিভাগ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org